জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফের মহারাষ্ট্র

বিজেপি রাজ্য মহারাষ্ট্রে ফের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরের তিন শ্রমিককে বেধড়ক মারধর করা হল। ছিনিয়ে নেওয়া হয় মোবাইল ও টাকা-পয়সা। এমনকী মাথায় ঢালা হল গরম চা। নির্বাক প্রশাসন

উত্তুরে হাওয়া

পশ্চিমি ঝঞ্ঝা দুর্বল হওয়ায় ফের উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশ দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার থেকে দক্ষিণের জেলাগুলিতে ধীরে ধীরে শীতের অনুভূতি বাড়বে। দার্জিলিংয়ে হতে পারে হালকা বৃষ্টি

ট্রাম্পকে সরাসরি মামদানির ফোন ভেনেজুয়েলায় ঠিক কাজ হচ্ছে না

বেহাল গুজরাত, দূষিত জল খেয়ে ৫ দিনে অসুস্থ শিশু-সহ ১০৪ জন

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২১ ● ৫ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২০ পৌষ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 221 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 5 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কেন্দ্র সাহায্য দেয়নি ■ অতীতের কোনও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেয়নি

সাগরদ্বীপ জুড়তে আজ সেতুর শিলান্যাস

মণীশ কীর্তনিয়া ● গঙ্গাসাগর

আজ গঙ্গাসাগর সেতুর নির্মাণকাজের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাত দিয়েই শুভ সূচনা হবে ঐতিহাসিক এই কর্মযজ্ঞের। কোনও কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্যোগ নেয়নি। এমনকী স্বাধীনতার পর বাংলায় একাধিক দলের সরকার তৈরি হয়েছে, তারাও কোনওদিন ভাবেইনি মুড়িগঙ্গার ওপর এরকম সেতু তৈরির কথা। গঙ্গাসাগর মেলা আজকের নয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর আগে মুড়িগঙ্গা পেরিয়ে আসতে গিয়ে বহু নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাই বলা হত, সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার বদলে দিয়েছে এই 'মিথ'। এখন গঙ্গাসাগরও বারবার। আর এবার চিরতরে জল পেরিয়ে গঙ্গাসাগর যাতায়াতের কষ্ট ঘোচাতে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর যে কথা সেই কাজ। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্র সাহায্য না করলেও তাঁর সরকার সেতু করবে। হচ্ছেও তাই। তিনিই নাম দিয়েছেন 'গঙ্গাসাগর সেতু'। ৪.৭৫ কিমি (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

খুঁটি

কৃষকদের বুকে পুঁতছো
শাল খুঁটি
পুঁজিবাদীদের অর্থে
সাজাচ্ছো ঘুটি?
ভাবছো চেপে ধরেছো
চাষিদের টুঁটি।
হবে না বন্ধু, হবে
তোমাদের ছুটি।।
ভুল বোঝানো প্রচার
তোমাদের ত্রুটি
কেড়েছো জীবন
কেড়েছো রুটি।।
জন্মেছে নবজাতক
হাঁটি হাঁটি
অত্যাচারীরা বেঁধেছে জুটি
জটায় গুটিশুটি।।
রুই-কাতলারা খাচ্ছে
সব চুনোপুঁটি
জীবন জীবিকা ধর্ষিত
তোমরা পরিপাটি
গরিবকে ভাতে মেরে
জমি লুটি
ধিক মহারাজ
লজ্জার ছুটি।।

জ্ঞানেশ কুমারকে কড়া চিঠি

বিএলএ-রা শুনানিতে কেন থাকতে পারবে না ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন

প্রতিবেদন : অপরিকল্পিত ও প্রস্তুতিহীন এসআইআর প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ ও প্রশাসনিক গাফিলতিতে ভরা! ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ তুলে ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চার পাতার চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট প্রশ্ন, এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এসআইআরের শুনানিতে বিএলএদের থাকতে দেওয়া হচ্ছে না কেন?

এদিনের চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, এর আগেও তিনি ২০ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর এই বিষয়ে চিঠি পাঠিয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু ত্রুটি সংশোধনের বদলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। কোনও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই তড়িঘড়ি এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তৃণমূলস্তরের আধিকারিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি, ব্যবহৃত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ, অস্থির ও অবিশ্বস্ত এবং কমিশনের একের পর এক নির্দেশ পরস্পরবিরোধী। এর ফলে গোটা প্রক্রিয়াটাই মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। (এরপর ১১ পাতায়)

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া স্ত্রীকে ঘরবন্দি রাখতে অনুরোধ!

ব্যর্থ দুই অস্ত্র, তাই নিদান নির্লজ্জদের : অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজেপি নারিবিদ্বেষী! বাংলায় নারীশক্তির জাগরণে তারা যে আতঙ্কে, তার প্রমাণ বিজেপি নেতাদের 'ভোটের সময় বাংলার মহিলাদের ঘরবন্দি' করে রাখার নিদান। অভিযোগ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নির্বাচন কমিশনকে মাঠে নামিয়ে, এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েও বিজেপি বুঝতে পেরেছে, বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলার মহিলাদের স্বনির্ভর করেছে, আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে, এতেই ভয় পেয়েছেন বিজেপি নেতারা। যে বর্বরতা বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে নরেন্দ্র মোদির অনুগামীরা চালান, তা বাংলায় চালাতে এলে মহিলারাই বাংলা-বিরোধীদের জবাব দেবেন, তোপ অভিষেকের। স্পষ্ট করে দিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের ঘরবন্দি করে রাখা ও জোর করে মুখ বন্ধ করে রাখা বিজেপির সংস্কৃতি। বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কালীপদ সেনগুপ্তর পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের সভামঞ্চ থেকে করা দাবি তার প্রমাণ। কালীপদ বলেন,

যে মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন, তাঁরা ভোট দিতে যাবেন জোড়া ফুলে। স্বামীরা তাঁদের ঘরে বন্দি করে রাখুন। ভোটটা জোড়াফুলে নয়, (এরপর ১০ পাতায়)

ইজতেমায় জনসমুদ্র

হুগলির পুইনান গ্রামে বিশ্ব ইজতেমা ঘিরে জনসমুদ্র। ইজতেমায় আসা মানুষের সংখ্যা কোটি ছুঁয়েছে বলে অনেকের দাবি। বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় সামলানো এবং তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ছিল প্রশাসনের কাছে চ্যালেঞ্জ। চারটি অস্থায়ী হাসপাতাল ও অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে সেই পরিস্থিতি প্রশাসন সামাল দিয়েছে। খুশি আগত মানুষও।

নাকে অক্সিজেনের নল নিয়ে শুনানিতে, বৃদ্ধের মৃত্যু

প্রতিবেদন : ক্রমেই বাড়ছে মৃতদেহের সংখ্যা। কমিশনের গাফিলতিতে একের পর এক প্রাণের বলি হচ্ছে। সময়ের আগে শেষ হচ্ছে জীবন। প্রায় জোর করেই মানুষদের মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা। এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে মৃত্যু আরও এক বৃদ্ধের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নাজিতুল মোল্লার(৬৮) মৃত্যু হয় রবিবার।

অক্সিজেন নিয়ে তখনও শুনানির লাইনে নাজিতুল।

বৃদ্ধের পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম না থাকায় চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ। তাঁকে ভর্তি করা হয় ডায়মন্ড হারবারের একটি হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এর মধ্যেই হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থাতে হিয়ারিংয়ের (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 January, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৫৯২ শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬) এদিন লাহোরে জন্ম নেন। ভারতবর্ষের পঞ্চম মোগল সম্রাট। তাঁর আসল নাম শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ জাহান। ছেলেবেলায় নাম ছিল খুররম। সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর নতুন নাম হয় 'আবুল মুজাফফর শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ শাহজাহান সাহিব কিরান-ই-সানী'। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী মমতাজ মহল (আরজুমান্দ বানু) চতুর্দশ সন্তান গহর বেগমের প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুতে শাহজাহান প্রচণ্ড শোকাহত হন। এই স্ত্রীর স্মরণে তিনি একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এই স্মৃতিসৌধটি তাজমহল নামে খ্যাত। উল্লেখ্য, মূল তাজমহল তৈরির কাজ শেষ হয়েছিল ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে। পরিকল্পনা অনুসারে সম্পূর্ণ তাজমহল শেষ হয়েছিল আরও এক দশক পর, ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে। বাদশাহ শাহজাহানের উল্লেখযোগ্য কীর্তি পর্তুগিজ দমন। সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের বদান্যতায়

পর্তুগিজরা হুগলির সাতগাঁও অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পেয়েছিল। পরে এরা নানাস্থানে কুঠি নির্মাণ করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এই সময় তারা ক্রীতদাস ব্যবসা, জলদস্যুতা, স্থানীয়দের ধর্মান্তরিত করার মতো কাজ শুরু করে। এরই মধ্যে পর্তুগিজরা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের দু'জন ক্রীতদাসীকে আটক করলে শাহাজাহান পর্তুগিজদের দমনের জন্য কাসিম খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রায় তিন মাস যুদ্ধের পর, পর্তুগিজ বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে পর্তুগিজ বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার পর্তুগিজকে বন্দি করে আগ্রায় পাঠানো হয়। এই সময় আরও কিছু পর্তুগিজ পথিমধ্যে নিহত হয়। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা ক্ষমা চাইলে তাদের হুগলিতে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়।

১৮৮০ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯) এদিন লন্ডনের উপকণ্ঠে নরউডে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কৃষ্ণধন ঘোষ, মা স্বর্ণলতা ঘোষ। কৃষ্ণধন তখন ইংল্যান্ডে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করতেন। বারীন বাবা-মায়ের সঙ্গে

ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে দেওঘর-এর এক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর তিনি পাটনা কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে কিছুদিন লেখাপড়া করার পর, তিনি ঢাকায় তাঁর মেজ ভাই মনমোহন ঘোষের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক) কাছে চলে আসেন। ঢাকায় কিছুদিন থাকার পর, গুজরাতের বরোদায় বসবাসকারী তাঁর অপর সেজ দাদা অরবিন্দ ঘোষের কাছে চলে আসেন। এখানে তিনি রাইফেল চালনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। পরবর্তী কালে দাদা অরবিন্দের অনুপ্রেরণায় ধীরে ধীরে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। আলিপুর বোমা মামলায় তাঁর প্রথমে প্রাণদণ্ডাদেশ ও পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলে বন্দি ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য 'দ্বীপান্তরের বাঁশি', 'পথের ইঙ্গিত', 'আমার আত্মকথা', 'অগ্নিযুগ' ইত্যাদি।

২০১৩ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৬-২০১৩) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বড়পর্দা ও টেলিভিশন দুই মাধ্যমেই বহু চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত দেবদূত ফিল্মে অভিনয়ের সূত্রে অভিনয় জগতে পা রাখেন। তিনি বাংলা সিনেমার সবচেয়ে উজ্জ্বল কিছু পরিচালক, যেমন সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন।

২০১৪ প্রখ্যাত ফুটবলার ইউসেবিয়ো এদিন পর্তুগালের লিসবেন শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৬৬-র বিশ্বকাপে ইউসেবিয়ো তাঁর দেশকে নিয়ে গিয়েছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সেবার ববি মুর, ববি চার্লটনদের ইংল্যান্ড ওরকম অসাধারণ ফুটবল না খেললে পর্তুগাল ফাইনালে যেতই। নয় গোল করে সোনার বুট পাওয়া সত্ত্বেও সেমিফাইনালে নিজের খেলা খেলতে পারেননি ইউসেবিয়ো। হেরে তিন নম্বর হয়েছিল পর্তুগাল। বড় চেহারার ফুটবলার ছিলেন। স্কিল তেমন ছিল না, কিন্তু শটে জোর ছিল প্রচণ্ড। আঠারো গজ বক্সের বাইরে থেকে অসংখ্য গোল করেছেন।

১৯৭১ ক্রিকেটে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। মেলবোর্নের মাঠে সেই ম্যাচে অংশ নেয় ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। সেবার পাঁচ উইকেটে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।

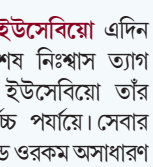

১৯৩৪ ভারত বনাম ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ শুরু হয় কলকাতার ইডেন উদ্যানে। টসে জিতে ইংল্যান্ড ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ইনিংসে ভারতের অমর সিং ৪টি উইকেট নেন, দিলওয়ার হুসেন করেন ৫৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসেও দিলওয়ার ৫৭ রান করেছিলেন। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্র হয়। এটাই ছিল ইডেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সুদেশ ভোঁসলে সঙ্গে আর ডি বর্মন

■ আলিয়া ভাট, সপরিবারে

■ বিশ্বনাথ বসু

কর্মসূচি

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৮ নং গোলগ্রাম অঞ্চলের দুটো বুথ দণ্ডেশ্বর এবং মুক্তেশ্বর এলাকায় উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে মানুষের কাছে হাজির হলেন ডেবরা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী আমেনা খাতুন মান্না-সহ অন্যরা।

■ কোন্নগর পুরসভার বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার প্রবীণ সাংবাদিক মিহির গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'সিপিএমের উত্থান ও পতন' বইটি প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬০৬

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. দুর্গা ৬. তপস্যা, কঠোর সাধনা ৮. রৌদ্রময় ও বৃষ্টিহীন দিন ৯. সমুদ্র, অর্ণব ১০. হালকা ১২. জানাশোনা, পরিচয় ১৩. স্মারক লেখন ১৫. পোশাক।

উপর-নিচ : ২. গোপন নালিশ, চুকলি ৩. মেঘ ৪. রীতি, নিয়ম ৫. মৃত্যুর ঠিক আগে হঠাৎ চোখ অপলক অবস্থায় স্থির হওয়া ৭. পরিসীমা ১১. চিনির রসে পাক দেওয়া নারকেল নাড়ুবিশেষ ১২. যত্ন, খাতির ১৪. জন রাখার খোলা পাত্র।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০৫ : পাশাপাশি : ২.গড়েরমাঠ ৫. মতিগতি ৬. রাজক ৭. সহযোগ ৯. অহর্নিশ ১২. ব্যানার ১৩. ক্ষিতিধর ১৪. পরিমণ্ডিত। **উপর-নিচ:** ১ তামরস ২. গতিরাগ ৩ রঞ্জকগৃহ ৪. ঠক্কর ৮. যোগব্যায়াম ৯. অরক্ষিত ১০. শরীরজ ১১. আরোপ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

5 January, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

■ ক'দিন পরেই মেলা। সেজে উঠছে কপিল মুনির মন্দির-সহ গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ। এরমধ্যেই ঢল নেমেছে পুণ্যার্থীদের।

— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়া সমাধান প্রকল্পে জঙ্গলে হচ্ছে পার্ক

সংবাদদাতা, হুগলি : পাড়ার যেকোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কর্মসূচিতে সমস্যার কথা জানিয়ে ফল পাচ্ছেন মানুষ হাতে-নাতে। এবার পাড়ায়

সমাধান কর্মসূচিতে বলে শ্রীরামপুরের মানুষ পাচ্ছে অত্যাধুনিক পার্ক। পার্কেই ফুটে উঠছে শ্রীরামপুর শহরের ইতিহাস। দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীরামপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডেনিস খাল পার্শ্ববর্তী এলাকা হয়ে উঠেছিল পরিত্যক্ত। এখন সেই জায়গাতেই গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক পার্ক। শ্রীরামপুর মাহেশের রথ থেকে শ্রীরামপুর কলেজ সমস্ত ঐতিহাসিক জায়গা সহ গোপাল ভাঁড়, নন্টে-ফন্টে সহ বিভিন্ন চরিত্র চিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠছে। আর এই পার্ক খুলবে আগামী ১৭ জানুয়ারি। শ্রীরামপুর পুরসভার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সন্তোষ কুমার সিং বলেন, এই জায়গাটা সম্পূর্ণ জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে জানিয়ে মানুষ এই পার্ক পাচ্ছে।

মুড়িগঙ্গায় ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেজিং করল রাজ্য

মণীশ কীর্তনিয়া • গঙ্গাসাগর

একাধিকবার গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার তকমা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছেন, করেনি। মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং— সেটাও করেনি। করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করছে তাঁর সরকার। সেতুর কাজ শুরু

■ মুড়িগঙ্গা জুড়ে চলছে ড্রেজিংয়ের বিপুল কর্মযজ্ঞ।

হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সব ঠিক রাখতে মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিংও করেছে রাজ্য সরকার। এতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩২ কোটি টাকা। সেচ ও জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা এই কাজটি করেছি। মানুষের যাতে এই সময়টা অসুবিধে না হয়। ভেসেল ঠিকভাবে চলতে পারে। টেকনিক্যাল ভাষায় একে বলা হয় নেভিগেশন চ্যানেল ড্রেজিং। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫.০৯ কিমি ড্রেজিং হয়েছে। চ্যানেল ১, রোমান ৩, ৩এ, এবং ২এ-তে। মোট ৫টি কাটার সাকসান ড্রেজার। দুটি পর্যায়ে এই ড্রেজিং হয়েছে। একটি হল ক্যাপিটাল ড্রেজিং। যেটি ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হয়েছে। বাকি এখন হচ্ছে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফলে গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন কোনওরকম সমস্যা হবে না মুড়িগঙ্গায়। শুধু এই সময় নয়, সারা বছরই নজর রাখতে হয় ডিপার্টমেন্টকে। এর জন্য পরিশ্রম করে চলেছেন দফতরের আধিকারিক থেকে ইঞ্জিনিয়ার সকলেই।

মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ব্যবস্থাপনা রাজ্য প্রশাসনের

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখতে চায় না রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পুণ্যার্থীদের সুবিধের জন্য। এবারও তৈরি হয়েছে মেগা কন্ট্রোল রুম। ১২০০ সিসিটিভির সাহায্যে বাবুঘাট থেকে লট ৮, কচুবেড়িয়া, সাগরের সবটুকু নজর রাখা হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা। এছাড়া এই মেলার সময় ১৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে সব সামলাতে। ২৫০০ বাস থাকছে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য। ২১টি জেটি দিয়ে এদের যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। প্রতিটি ভেসেলে থাকছে জিপিআরএস সিস্টেম। যাতে ট্র্যাক করা যায়। মোট ৪৫টি ভেসেল থাকছে। গোটা এলাকা একাধিক ড্রোনের মাধ্যমে নজর রাখা হবে। পুণ্যার্থীদের চিকিৎসার জন্য একাধিক জায়গায় থাকছে ৫টি অস্থায়ী হাসপাতাল। মেলা গ্রাউন্ড সমেত মোট ৫৪০টি বেড ব্যবস্থা রয়েছে যে কোনও পরিস্থিতিতে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। রাখা হবে ১ কোটি জলের পাউচ। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে থাকছে প্রায় ১৩ হাজার বাথরুম। থাকছে নিয়মিত পরিষ্কার রাখার কর্মীও। রাখা হবে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স। সব মিলিয়ে কোনওদিকেই কোনও ফাঁক রাখতে চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গেরুয়া শিবিরের ভেদাভেদের রাজনীতিতে পা দেবেন না

প্রতিবেদন : শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশেই বিভেদের বিষ ছড়াচ্ছে বিজেপি। তবে সম্প্রীতির বাংলাতেই সেই বিষ প্রতিহত হয়েছে। রবিবার পোস্তায় সেই সম্প্রীতির নজির তুলে ধরে শুরু হল পূর্বাঞ্চল লিট্টি-চোখা ভোজ উৎসব ২০২৬। বিজেপির প্ররোচনামূলক বিভেদের রাজনীতিতে পা না দিয়ে কিভাবে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সম্প্রীতির পরিবেশ জারি রয়েছে, এদিনের উৎসবে তা তুলে ধরে তৃণমূল নেতৃত্ব।

রবিবার তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি কৃষ্ণপ্রতাপ সিংয়ের আয়োজনে লিট্টি-চোখা উৎসবের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক

■ ২৬তম পূর্বাঞ্চল লিট্টি-চোখা ভোজ উৎসবে সুব্রত বক্সি, জয়প্রকাশ মজুমদার, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুদীপ্ত রায়, অয়ন চক্রবর্তী প্রমুখ। রবিবার।

কুণাল ঘোষ, বিধায়ক সুদীপ্ত রায়, কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী। পরে লিট্টি-চোখা উৎসবে হাজির হন মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর তথা বরো চেয়ারম্যান জুঁই বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বাংলায় সম্প্রীতির ঐতিহ্য তুলে ধরে সুব্রত বক্সি জানান, আপনারা যেভাবে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন, এটা নিশ্চিত যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন। হয়তো ভাষার তফাৎ হতে পারে। কিন্তু বাঙালি ভাষার রাজনীতিকে পর্যুদস্থ করছে। বিজেপির ভাগাভাগির রাজনীতিতে পা দেবেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে বাংলায় যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে, তা দিয়েই নির্বাচনে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। সমস্ত বিহারী মানুষদের উদ্দেশে বলব, আসুন আমরা সব বিভেদ ভুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করি।

তৃণমূল রাজ্য সভাপতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উৎসবের মূল আয়োজক শক্তিপ্রতাপ সিং বলেন, বাংলার সমস্ত বিহারী বাসিন্দা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে রয়েছে এবং আগামীতেও থাকবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও। তবে পা ভাঙা থাকায় তিনি মঞ্চে ওঠেননি। মঞ্চের নিচে থেকেই বাংলাভাষীদের প্রতি বিজেপি রাজ্যগুলিতে হওয়া অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে কড়া বার্তা দেন কুণাল। বলেন, এটাই বাংলার ঐতিহ্য। এখানে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে। কিন্তু বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে। ভাষাকেন্দ্রিক ভেদাভেদ করাতে চাইছে। কিন্তু আমরা সেই ভেদাভেদে বিশ্বাস করি না।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 January, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির সংস্কৃতি

ভারতীয় জনতা পার্টি যতই তাদের রাজনৈতিক সংবিধান কিংবা কর্মসূচি তৈরি করুক, তারা যে আসলে স্বৈরাচার, মানুষে-মানুষে বিভেদ, ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারিতায় বিশ্বাস করে তা প্রত্যেকদিন স্পষ্ট হচ্ছে। কালীপদ সেনগুপ্ত আর লাল সিং আর্য, এই দু'জনের বক্তব্যে বাংলা জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কালীপদ বলেছেন, যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান সেই সমস্ত মহিলার স্বামী ভোটের সময় যেন তাঁদের স্ত্রীদের ঘরবন্দি করে রাখেন। যাতে তাঁরা কিছুতেই তৃণমূলকে ভোট দিতে না পারেন। এই বক্তব্যে দুটি বিষয় স্পষ্ট। ১. তৃণমূলের উন্নয়নের প্রকল্পের সঙ্গে লড়াইয়ের আগেই হেরে গিয়েছে বিজেপি। শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেই তারা কুপোকাত। ফলে সবক'টি প্রকল্প ধরলে বিজেপিকে গাইতে হবে 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ'। ২. এই মন্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছে বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। এরা যে মধ্যযুগীয় বর্বর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সেটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কালীপদ যখন এ-কথা বলছেন তখন তাদের তফসিলি মোর্চার নেতা লাল সিং আর্য বলছেন, হিন্দু-মুসলিম যারাই থাকুক, তাদের কোনও একটি তথ্য না থাকলে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত। আসলে বিজেপি এসআইআর করে এই কাজটাই করতে চেয়েছে। দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহারে করেছে, বাংলায় করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে। চৌর্যবৃত্তি ধরে ফেলেছে তৃণমূল। তাই যুক্তিহীন নোংরা আক্রমণ। বিজেপির কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু মানুষ আশাও করে না।

e-mail থেকে চিঠি

সীমাহীন দ্বিচারিতা মোদি সরকারের

গত বছরের ৫ অগাস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশছাড়া করার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সীমাহীন অত্যাচার শুরু হয়েছে পরোক্ষে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মদতে। পড়শি এই দেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে, মহিলাদের উপর নির্যাতন চলছে, হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দির ভেঙে ফেলা হচ্ছে, এমনকী জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনাও ঘটেছে। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই মেলেনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িরও! বাংলাদেশ জুড়ে ভারত বিরোধী স্লোগান তুঙ্গে উঠেছে। জোরালো অভিযোগ উঠেছে যে, ভারতের শত্রু পাকিস্তানের মদতে মৌলবাদী শক্তি হিন্দুনিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছে। শাসক দলের নেতৃত্বের কেউ কেউ দিচ্ছেন বাংলাদেশের সঙ্গে কার্যত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি। ভাল কথা। কিন্তু এটা যদি মুদ্রার এক পিঠ হয়, তবে অন্য পিঠে আর এক উল্টো ছবি। শুক্রবার মাদ্রাজে একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের হিংসা, প্রতিবেশী নীতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করে জয়শংকর বলেছেন, ''আপনার যদি এমন পড়শি থাকে যার সঙ্গে আপনার সদ্ভাব রয়েছে বা যে অন্তত আপনার জন্য ক্ষতিকর নয়, তাহলে আপনার স্বাভাবিক প্রবণতাই হবে যে সেই পড়শির প্রতি দয়ালু হওয়া, তাকে সহায়তা করা। সেই প্রতিবেশী যদি সমস্যায় থাকে আপনি যথাসাধ্য করবেন। আর কিছু না করতে পারেন তাকে সম্বোধন করবেন, বন্ধুত্ব তৈরি করতে চেষ্টা করবেন। আমরা সেটাই করি।'' বার্তা স্পষ্ট। তবে প্রতিবেশী খারাপ হলে দেশবাসীকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে ভারতের। প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে সরকার এই অবস্থান নিয়ে চললেও বিজেপি দলের কেউ কেউ হিন্দুত্বের লাইন মেনে বাংলাদেশকে কার্যত 'বয়কট' করার নিদান দিতে শুরু করেছে! এমনকী কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ঐতিহ্য রক্ষা করতে চাইলে তাকে বা তাদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে! এই দ্বিচারিতার সাম্প্রতিক শিকার শাহরুখ খান। একদিকে বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে, অন্যদিকে সে দেশের ক্রিকেটার কেনা হচ্ছে বলে। তাঁদের চোখে শাহরুখ খান একজন 'বিশ্বাসঘাতক', 'দেশদ্রোহী'। অথচ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আইপিএল-এ বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে খেলানো যাবে না বলে আগে থেকে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি কেন্দ্রীয় সরকার বা ভারতীয় ক্রিকেট সংস্থা। কেন? সরকারি তরফে যাবতীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হলেও দলের তরফে 'বয়কটের' বিদ্বেষ ছড়ানো হবে, এটাই কি তবে ভোটে জেতার জন্য নয়া গেরুয়া স্ট্র্যাটেজি!

— পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলা বিরোধীদের বিদায় করুন

এসআইআর-এর আবহে রামও বামের মতো অসংবেদনশীল, এটা প্রমাণিত। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

বড় বড় কথা বলে মূল বিষয়টাকে ঘেঁটে দেবেন না, প্লিজ।

বিজেপি একটি আপাদমস্তক বাংলাবিদ্বেষী বাঙালি বিরোধী রাজনৈতিক দল।

এবং রামের প্রথম পুটকিটা সরালেই বাম হয়। অর্থাৎ, সেদিনকার বাম আর আজকের রামের পার্টিতে বড় একটা ফারাক নেই।

প্রথমে আসা যাক, বিজেপির বঙ্গ বিদ্বেষী আখ্যানে।

বিজেপি যদি পুরোদস্তুর বাংলাবিরোধী না হত, তাহলে এসআইআর-এর নামে এই মানুষ মারা যজ্ঞের ঋত্বিক হত না।

কী চলছে আজ পশ্চিমবঙ্গে? এক কথায়, নির্বাচন তালিকা সংশোধনের অজুহাতে নরমেধ যজ্ঞ।

এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মানদণ্ড স্থির করেছে নির্বাচন কমিশন। তাই, বিহারে এসআইআরের ক্ষেত্রে বংশতালিকাকে বৈধ পরিচয়পত্র হিসাবে গ্রহণ করা হলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা করা হচ্ছে না। বংশতালিকাকে পরিচয়পত্র হিসাবে গ্রহণ না-করার নির্দেশ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। কেন? যাতে অনিয়মের অভিযোগ আদালতে দায়ের করা না যায়, সেজন্য?

প্রথাগত বিজ্ঞপ্তি বা বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা ছাড়াই কমিশন হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিদিন নিত্যনতুন নির্দেশ দিচ্ছে। এবং বহু সময়েই দেখা যাচ্ছে কমিশনের দু'টি নির্দেশ একটি অপরটির পরস্পরবিরোধী। এরকমটা হবে কেন?

বাংলাবিরোধী চক্রান্তে বিজেপির নির্দেশে ভ্যানিশ কুমারের ভোট কাটা কমিশন শামিল হয়েছে বলেই না এটা করা হচ্ছে! বৈষম্যমূলক অবস্থান বিহার ও বঙ্গের ক্ষেত্রে, নির্দেশিকা আনার ব্যাপারে! অস্বীকার করতে পারবেন ভ্যানিশ কুমার? সত্যি কথা বলার দম আছে ওই সংঘীর?

নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক বা ইআরও-দের অনুমতি ছাড়াই কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা (আইটি সিস্টেম)-র অপব্যবহার করে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। পর্দার আড়ালে খেলাটা খেলছেন সীমা খান্না। দিল্লি আইআইটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রিধারী এই বিজেপির মহিলা-দালাল এক সময় জাতীয় তথ্যকেন্দ্রের বা এনআইসি-র ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। এখন তিনিই বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকের আইডি, পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোটার তালিকা থেকে যে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, সেই অপকর্মের মূল হোতা ওই রহস্যময়ী। ২০২১ সালে তাঁকে জাতীয় তথ্যকেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করেছিল নরেন্দ্র মোদির সরকার। একটি বিশেষ সফট্‌অয়্যারের মাধ্যমে এই সীমা নামের মহিলা এক কোটি ৩৬ লক্ষ বাঙালিকে সন্দেহের তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে, ইআরও-র অজ্ঞাতে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যায় না। অথচ, এই সীমা সীমাহীন কারচুপি করে সেটাই করেছেন।

সবাই জানি, গোটা প্রক্রিয়ায় কোনও অবৈধ কাজ হয়ে থাকলে তার দায় কমিশনের উপরেই বর্তায়। তাই, এই কারচুপির জন্য ভ্যানিশ কুমারের কমিশন ছাড়া অন্য কেউ নয়।

তা হঠাৎ জ্ঞানেশ কুমার ভ্যানিশ কুমার হয়ে উঠলেন কেন? কোটি খানেক জলজ্যান্ত ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে ভ্যানিশ করে দেশের সেরা ম্যাজিশিয়ান হয়ে ওঠার জন্য কেন তাঁর প্রাণান্তকর প্রয়াস?

এই প্রশ্নের একটাই উত্তর, স্বজনপোষণ করবেন বলে।

জ্ঞানেশ কুমার আগে অমিত শাহর সঙ্গে কাজ করতেন। তাঁর মেয়ে মেধা রূপমকে ডিএম নয়ডা পদে বসানো হয়েছে ২৮ জুন। জামাই মণীশ বনশল ডিএম সাহারানপুর পদে বসানো হয়েছে ২৫ জুন। এসআইআর প্রথম

পর্যায়ের ঘোষণা করার পরে এইগুলি করা হয়েছে। তাঁরা অনেক শিক্ষিত, নিশ্চয়ই যোগ্যতার ভিত্তিতে পদ পেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি খুবই কাকতলীয় বলা যায়! জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে এবং জামাই বিজেপি সরকারের অধীনে কাজ করছে। এতেই স্পষ্ট তাঁকে বিশেষ কোনও কাজের ভিত্তিতে এখানে পাঠানো হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ করেছিলেন। সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্যে কোনও ভুল থাকলে সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের জন্য সংঘী জ্ঞানেশ কুমার এফআইআর করতে পারেন। সেটা করার এক্তিয়ার তাঁর পুরোমাত্রায় আছে। কিন্তু জ্ঞানেশ সে সাহস দেখাননি। সে মুরোদ তাঁর হয়নি।

ফলত প্রমাণিত এটাই যে ডাল মে কুছ কালা নয়, ডালটা পুরোপুরি কালা।

মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অভিষেকের তাই মনোনীত সরকারি পদাধিকারী জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "আজ নয়তো কাল সরকার কিন্তু বদলাবে। জ্ঞানেশবাবু দেশ ছেড়ে পালাবেন না। বিজেপি থাকবে না। অমিত শাহ থাকবে না। দেশের সংবিধান থাকবে। যেখানে যাবেন খুঁড়ে নিয়ে আসব। মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে।"

আর এইসব নোংরা ষড়যন্ত্রের ফল ভুগতে হচ্ছে মানুষকে।

ভোটারদের নির্দিষ্ট কারণ না-জানিয়েই শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। এর ফলে কোনও কারণ ছাড়াই ভোটারদের মনে ভয় তৈরি হচ্ছে এবং তাঁরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। কারও নামের বানান ভুল থাকলে কিংবা বয়সের ফারাক থাকলেও ভোটারদের হেনস্থা করা হচ্ছে। শুনানির সময় কোন কোন নথি লাগবে, তা ভোটারদের জানানো হচ্ছে না। আবার নথি জমা পড়ার কোনও প্রমাণপত্রও শুনানিতে ডাক পাওয়া ভোটারদের দিচ্ছে না কমিশন।

এহ বাহ্য! শুনানি কেন্দ্রে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের ঢুকতে দিচ্ছে না কমিশন। অথচ, বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়া এবং নেওয়ার ক্ষেত্রে বিএলএ-রা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে থাকেন। তাঁরা স্বচ্ছতা রক্ষা করতেই কাজ করেন। তাই বিএলএ-রা শুনানি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে না-পারায় এসআইআর প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা, গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

আসলে এসআইআর-এর পুরো প্রক্রিয়াটি একটি ঘাপলা।

কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই এই প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব থাকলেও তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। মাইক্রো-অবজার্ভাররা রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে কোনও আলোচনা না-করেই কাজ করছেন।

কেন এসব হচ্ছে, তার কোনও পরিষ্কার জবাব ভ্যানিশ কুমারের কাছে নেই। বিজেপির দালাল এই ব্যক্তির জন্য একের পর এক বঙ্গবাসী মারা যাচ্ছেন, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে।

যেমনটা ঘটল রবিবার নাজিতুল মোল্লার ক্ষেত্রে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর ঠাকুরের চক এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় তিনি আতঙ্কে ছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২০ ডিসেম্বর তাঁকে প্রথমে ডায়মন্ড হারবারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর নাজিতুলকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়। তখন পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের বন্ডে স্বাক্ষর করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। ৩১ ডিসেম্বর, অসুস্থ অবস্থায় নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো অবস্থাতেই নাজিতুল শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন। শুনানির পরে বাড়ি ফেরার পরই তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও গুরুতরভাবে খারাপ হয়ে যায়। ২ জানুয়ারি তাঁকে পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আর শুভেন্দু নামক অমানবিক বিজেপি নেতাকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তাঁর প্রতিক্রিয়া, এমন তো হয়েই থাকে।

মনে পড়ে যাচ্ছে, বাংলার জ্যাঠামশাই একদা অনিতা দেওয়ান ধর্ষণ মামলায় এভাবেই উদ্ধত স্বরে বলেছিলেন, এরকম তো হয়েই থাকে।

বুঝতে পারছেন, পুটকির পার্থক্য ক্রমশ মুছে যাচ্ছে।

বঙ্গ-বিরোধীদের চিনে নিন। ওদের ঝেঁটিয়ে বাংলা ছাড়া করুন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডাউন দার্জিলিং মেলে বি ওয়ান সংরক্ষিত কামরায় ছিনতাই। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এক মহিলার ব্যাগ ছিনিয়ে পালাল দুষ্কৃতী। খোয়া গেল ৫০ হাজার টাকা ও মোবাইল

এই বিজেপির মুখে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা মানায় না

প্রতিবেদন : বিজেপি নেতা কালীপদ সেনগুপ্তর তালিবানি ফতোয়ার জবাব দেবেন বাংলার মহিলারাই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া মহিলাদের নাকি ঘরে বন্দি করে রাখতে হবে! এমনই নিদান দিয়েছেন এই বিজেপি নেতা। এটাই বিজেপির আসল নারী-বিদ্বেষী রূপ। যারা মুখে 'নারী শক্তি'র কথা বলে, তারাই বাংলার

মহিলাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞে ভয় পেয়ে বিজেপি এখন নারীদের ঘরবন্দি করার জঘন্য নিদান দিচ্ছে। এর জবাব গণতান্ত্রিক উপায়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে আরও একবার বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে শশী বলেন, নারী-বিরোধী বিজেপি। মহিলাদের ভাল হোক তা চায় না। পশ্চিম মেদিনীপুরে দাসপুরে দাঁড়িয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কালীপদ সেনগুপ্ত বলছেন, যে মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এখনও পাচ্ছেন, তাঁরা ভোট দিতে যাবেন জোড়া ফুলে। তাঁদের স্বামীরা তাঁদের ঘরে বন্দি করে রাখুন। ভোটটা জোড়াফুলে নয়, পদ্মফুলে পড়া চাই। কালীপদ সেনগুপ্ত একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া পার্টি বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিব্রত।

রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিজেপিকে একহাত নিয়ে বলেন, আগে বিজেপি নেতৃত্ব বলেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নেবেন না, এখন বলছেন নিলে ঘরে বন্দি করে রাখুন স্ত্রীকে। এঁরা মহিলা-বিরোধী। এঁরা ঘৃণ্য। ধিক্কার জানাই। বাংলার লক্ষ্মীরা এর জবাব দেবেন। গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এর জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, বিজেপি মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। এর আগেও আমরা দেখেছি বিজেপি নেতারা ধর্ষকদের গলায় মালা পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। আপনারা চেষ্টা করতেই পারেন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে বাংলার মহিলাদের যেভাবে ক্ষমতায়ন হয়েছে যেকোনও দরজা কীভাবে ভাঙতে হয় তা তাঁরা জানেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিলে, কথা রাখেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবেন বলেছিলেন, দিয়েছেন। আগামী দিনেও বাংলার মহিলাদের পাশে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিনে রাখুন বর্বর সেই কালীপদ সেনগুপ্তকে

বাড়ল তাপমাত্রা উত্তুরে হাওয়ায় শীতের অনুভূতি

প্রতিবেদন : রবিবার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে খানিকটা। কিন্তু সকাল থেকেই উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করায় কাঁপুনি দেওয়া অনুভূতি রাজ্য জুড়ে। যদিও এদিন তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রির ঘরে। মূলত পশ্চিমি ঝঞ্ঝা দুর্বল হওয়ায় উত্তুরে হাওয়া ফের দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করছে। এতেই ঠান্ডার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে আরও।

তবে মঙ্গলবার থেকে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। ফলে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ফের শীতের অনুভূতি বাড়বে। দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পূর্বাভাস অনুযায়ী, দার্জিলিংয়ের উচ্চ পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের পারাপতের সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য এলাকা এবং উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ৯ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। সোমবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়।

শুনানি-হয়রানি, মাথা ফাটল ৭২-র বৃদ্ধের

প্রতিবেদন : কমিশনের নির্দেশিকার পরও রাজ্যে এসআইআর শুনানিতে প্রবীণ নাগরিকদের হয়রানি অব্যাহত। রবিবার সকালে হুগলির তারকেশ্বরে স্ত্রীকে নিয়ে সার-শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়ে মাথা ফাটল ৭২ বছরের বৃদ্ধের। তারকেশ্বর পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভরতচন্দ্র সামন্ত এবং তাঁর স্ত্রী চিত্রলেখা সামন্তকে রবিবার এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। অসুস্থ

হওয়া সত্ত্বেও এদিন ভরত স্ত্রীকে নিয়ে টোটো ভাড়া করে বিডিও অফিসে শুনানিতে হাজিরা দিতে যাচ্ছিলেন। ঠিক বিডিও অফিসের সামনে দাঁড়ায় টোটো। কিন্তু সেই টোটো থেকে নামতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান বৃদ্ধ। ফেটে যায় মাথা, শুরু হয় রক্তক্ষরণ। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিডিও এবং পুলিশের সহযোগিতায় ভরতবাবুকে দ্রুত তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়দের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা সত্ত্বেও কেন এমন মানুষদের বারবার শুনানির জন্য অফিসে আসতে হয়? বয়স্ক মানুষদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শুনানির কথা বলা হলেও সেটা হচ্ছে না কেন? ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে তারকেশ্বরের বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

বাংলা ভাষা ও ঐতিহ্যের বার্তা বইমেলায়

সংবাদদাতা, হাওড়া : বয়সে নবীন হলেও মানুষের উৎসাহের কোনও খামতি নেই দক্ষিণ হাওড়ার বইমেলাকে ঘিরে। শনিবার আন্দুলের বিবেকানন্দ যুব সমিতির মাঠে ৯ দিনের দ্বিতীয় বর্ষের এই বইমেলার উদ্বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, কল্যাণ ঘোষ, প্রিয়া পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য ও বইমেলার প্রধান উদ্যোক্তা তুষার ঘোষ সহ আরও অনেকে। 'দক্ষিণী সংহতি'র আয়োজনে আয়োজিত এই মেলা বিকেল ৪টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। বিভিন্ন নামীদামি প্রকাশনা সংস্থা সহ মোট ১০০টি স্টল রয়েছে। প্রতিদিনই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক সভা ও গুণিজন সংবর্ধনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে। এছাড়াও যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী ও সাংসদ সায়নী ঘোষ, আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ রায়, পুলক রায়ের

■ বইমেলার উদ্বোধনে কবি সুবোধ সরকার, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, নন্দিতা চৌধুরি, প্রিয়া পাল-সহ অন্যরা।

মতো ব্যক্তিত্বরা কেউ না কেউ প্রতিদিনই মেলায় উপস্থিত থাকবেন। বইমেলার সম্পাদক তুষার ঘোষ বলেন, এবারের দ্বিতীয় বর্ষের এই মেলাকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ তুঙ্গে। বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের বইমেলার মূল লক্ষ্য।

■ বিধাননগর কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ ডাম্পি মণ্ডলের উদ্যোগ বর্ষবরণ উদযাপন। এই উপলক্ষে দু'দিন ধরে সেবাশ্রয় ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মন্ত্রী রথীন ঘোষ, মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধায়ক ও কাউন্সিলররা।

■ বেলুড়ে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচির প্রচারে বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

■ বাঁকুড়ায় আইএনটিটিইউসি কাপ-এর উদ্বোধনে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ও যুবনেতা সুদীপ রাহা

■ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির হাওড়া সদরের উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মশালা। রবিবার হাওড়ার যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ওই কর্মশালায় প্রায় ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছিলেন। ছিলেন সংগঠনের জেলা নেত্রী ও হাওড়া জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার আহ্বায়ক বনশ্রী তলাপাত্র, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

■ চাঁচল কলমবাগান মাঠে বিজেপির মিথ্যাচারের প্রতিবাদে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন মালদা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস।

রাজ্য
5 January, 2026 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মধ্য হাওড়ায় বিএলএ-২দের সংবর্ধনা। ছিলেন অরূপ রায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়রা।

শুরু হল অষ্টম জাতীয় নাট্য উৎসব

দেশের মধ্যে একমাত্র আমাদের বাংলাই নাটকের জন্য কল্পতরু

প্রতিবেদন : গোটা দেশে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে থিয়েটারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আর এই বৈতরণীর একমাত্র কান্ডারি নিঃসন্দেহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অষ্টম জাতীয় নাট্য উৎসবের জন্য রাজ্য বরাদ্দ করেছে ৮৩ লাখ টাকা। রবিবার উৎসবের সূচনা করে এমনটাই জানালেন মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু।

ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সৃজনশীলতার মানে বদলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাত ধরেই সাংস্কৃতিক জগৎ পেয়েছে এক নতুন মাত্রা। তাঁর দেখানো পথে হেঁটেই ন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভাল নতুনভাবে উপস্থাপিত হতে চলেছে। এদিন গিরিশ মঞ্চে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রাত্য বসু ছাড়াও, ডাঃ শশী পাঁজা, অতীন ঘোষ, সংগঠনের সহ-সভাপতি অর্পিতা ঘোষ, দেবাশিস মজুমদার সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন ব্রাত্য বসু বলেন, থিয়েটার এখন সংকটে। মূলত প্রযুক্তির কারণেই থিয়েটার সংকটের মধ্যে রয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন আমাদের স্নায়ুকে অস্থির করে দিচ্ছে যার ফলে থিয়েটার বিপন্ন হচ্ছে। এদিন নাটককে এই বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

অষ্টম জাতীয় নাট্য উৎসব চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান হবে মধুসূদন মঞ্চে। এছাড়াও গিরিশ মঞ্চে থিয়েটার দেখা যাবে। এবারে মোট ১৭টি থিয়েটারের দল অংশগ্রহণ করবে। এরমধ্যে ৬টি রাজ্যের, একটি মিনার্ভার নিজস্ব নাটক এবং বাকি দশটি দল আসবে ভিন রাজ্য থেকে। প্রত্যেকবারই তথ্য সংস্কৃতি দফতর বিজ্ঞাপন দেয়। এবারেও সেই বিজ্ঞাপন দেখে বহু দল আবেদন করেছিল।

অর্পিতা ঘোষ জানান, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি বোর্ড তাঁরাই সমস্ত নাটক বিচার করেছেন সেখান থেকেই বাছাই করে দশটি দলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি কন্নড়, তামিল, হিন্দি, ইংরেজি, মালয়ালম সহ একাধিক ভাষায় থিয়েটার এবার পরিবেশন করা হবে। সহ-সভাপতি জানান, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মিনার্ভাকে সাজিয়ে তোলার জন্য এবং নাটককে একটা উচ্চমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের স্বাধীনতা তাঁদের দিয়েছেন তা অপরিকল্পনীয়। তার হাত ধরেই আজ নাট্য জগত নিজেকে আরও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। উঠতি প্রজন্ম নিজেদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেয়েছে এত সহজে।

এদিন শশী পাঁজা থিয়েটারের কথা বলতে গিয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়েন। ফিরে যান ছোটবেলার আবেগঘন মুহূর্তে। সে সময় সিনেমা থাকলেও তা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ তাই থিয়েটার ছিল বিনোদনের রস আস্বাদনের অন্যতম পথ।

■ জাতীয় নাট্য উৎসবের সূচনায় মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ডাঃ শশী পাঁজা, কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, অর্পিতা ঘোষ, দেবাশিস মজুমদার-সহ বিশিষ্টরা। রবিবার, গিরিশ মঞ্চে।

বাংলাকে যারা অপমান করে তাঁদের জন্য ভুসোকালি রাখুন

■ বনগাঁর অভিযান সংঘের মাঠে আইএনটিটিইউসি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নারায়ণ ঘোষের উদ্যোগে বনগাঁর কুড়ি হাজার দুঃস্থকে শীতবস্ত্র প্রদান। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদাতা, বনগাঁ : যারা বাংলাকে বঞ্চনা করছে, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে অবমাননা করছে, বাঙালির উপর অত্যাচার করছে তাদের গালে আলতো করে ভুসোকালি লাগিয়ে দিতে হবে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সবুজ আবির খেলার পাশাপাশি ভুসোকালি সঙ্গে রাখবেন। রবিবার এমনটাই জানালেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র আয়োজনে ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষের বিশেষ উদ্যোগ ২০ হাজার মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, এখনও রাজ্যে ক্ষমতায় আসেনি, গুটি কয়েক বিধায়ক ও সাংসদ নিয়ে আস্ফালন করছে। ওরা সম্প্রীতি ভাঙতে চাইছে। বাংলা ও বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি নষ্ট করতে চাইছে।

■ বারাসত সাংগঠনিক জেলা টিএমসিপির কার্যালয়ের উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সোহম পাল-সহ অন্যরা।

যৌন হেনস্থায় ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : আদরের অছিলায় ৩ বছরের শিশুকে যৌন হেনস্থা! শনিবার রাতে বেলেঘাটা চাউল পট্টি রেলব্রিজ এলাকার ঘটনা। অন্ধকারে পাশবিক নির্যাতনে অভিযুক্ত শিশুর পূর্ব পরিচিত এবং এলাকারই বাসিন্দা এক মাঝবয়সি ব্যক্তি। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্যাতিতা আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্তে শিয়ালদহ জিআরপি। শনিবার রাতে লাইনের ধারে খেলছিল ওই শিশু। সেইসময় অভিযুক্ত তাকে অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে। শিশুর চিৎকারে স্থানীয়রা এলে অভিযুক্ত পালায়। শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই বেলেঘাটা থানার দ্বারস্থ হয় শিশুর পরিবার। শিয়ালদহ জিআরপি এলাকার ঘটনা হওয়ায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জিআরপি'র হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পকসো ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।

বিশ্ব ইজতেমার সমাপ্তি আজ, সজাগ প্রশাসন

প্রতিবেদন : হুগলির পুইনান গ্রামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতেমা ঘিরে মানুষের মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রবিবার ছুটির দিন থাকায় বিভিন্ন জেলা থেকে কাতারে কাতারে মানুষ সমাবেশে যোগ দিয়েছেন। আজ, সোমবার সকালে এই ধর্মীয় সমাবেশের সমাপ্তি হবে। ইজতেমা কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, সোমবার ভোরে ফজর নামাজের পর তালিম দেবেন মুফতি এনাম সাহেব। তারপর বয়ান করবেন দেশের মুসলিম পণ্ডিত তথা দিল্লির তাবলিগ জামাতের নিজামুদ্দিন মারকাজের প্রধান হজরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভী। বয়ান শেষে তিনি বিশেষ প্রার্থনা করবেন। তার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি হবে। আর এই প্রার্থনায় শামিল হতে রবিবার দিনের পাশাপাশি রাতেও বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ রওনা দিয়েছেন বিশ্ব ইজতেমার উদ্দেশ্যে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত পরম্পরা হল তাবলিগ জামাত। হাওড়া জেলার বাঁকড়ায় অনুষ্ঠিত

হওয়ার দীর্ঘ ৩২ বছর পর এই মহান পরম্পরার বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে হুগলির পুইনানে। ইজতেমাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফে প্রস্তুতি ও আগত মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অস্থায়ী হাসপাতাল ও কন্ট্রোল রুম তত্ত্বাবধানে রয়েছেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আজ সমাপ্তি সমাবেশকে ঘিরে প্রশাসনিক কর্তারাও তৎপর রয়েছেন। রবিবার ইজতেমা স্থল পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

ভাঙল প্যান্টোগ্রাফ

সংবাদদাতা, হুগলি : রবিবার ফের হাওড়া-কাটোয়া শাখায় ব্যাহত ট্রেন চলাচল। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাঁশবেড়িয়া স্টেশনে ঢোকার আগে আপ কাটোয়া লোকালের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যায়। দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। দুর্ঘটনার ফলে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চুঁচুড়া স্টেশনে ঘণ্টাখানেকের বেশি দাঁড়িয়ে থাকে আপ কাটোয়া লোকাল। ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা। ব্যান্ডেল স্টেশন ঢোকার আগে দাঁড়িয়ে পড়ে হাওড়া-বর্ধমান মেন লোকালও। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা। বলেন, প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাওড়া থেকে কাটোয়া যাব বলে ট্রেনে উঠেছিলাম।

উপকৃত ১ লক্ষ ৭৩ হাজার

সেবাশ্রয় ২

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত 'সেবাশ্রয় ২' স্বাস্থ্যশিবিরে লাফিয়ে বাড়ছে উপকৃত মানুষের সংখ্যা। সাংসদের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হওয়া সেবাশ্রয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ৩১ দিনে বিনামূল্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া মানুষের সংখ্যা ১,৭৩,৫৮২ জন। মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজ ও বিষ্ণুপুরের পর বর্তমানে সাতগাছিয়া বিধানসভায় চলছে সেবাশ্রয় ২। সোমবার সাতগাছিয়ায় সেবাশ্রয় শিবির পরিদর্শন করবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, রবিবার সেবাশ্রয়ের ৩১তম দিনে সাতগাছিয়ার ১৯টি শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন ৩,৯৮৬ জন। মোট ২,৩১৫ জনকে চিকিৎসকের পরামর্শের পাশাপাশি বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। দ্রুত ও নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ২,৪৭৮ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ১১ জনকে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশায় শনিবার রাতে খাবারের সন্ধানে স্কুল ও দোকানে হানা দিল জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে আসা একটি বুনো হাতি। আলিপুরদুয়ারে কলাবাড়িয়া গ্রামে

আমার বাংলা

5 January, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

অভিষেকের দেওয়া কথা রাখতে

মিলার বাড়িতে গিয়ে রূপশ্রীর আবেদনপত্র সংগ্রহ বিধায়কের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে, রূপশ্রীর অনুদান না পাওয়া মহিলা চা-শ্রমিকের কাছ থেকে আবেদনের কাগজপত্র সংগ্রহ করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। মিলা নাগাশিয়ার বাড়িতে গিয়ে, তাঁর বিয়ের ও রূপশ্রীর আবেদনের সমস্ত কাগজ সংগ্রহ করেন সুমন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, প্রায় দু'বছর আগে প্রশাসন আয়োজিত একটি গণবিবাহের আসরে বিয়ে হয়েছিল মাঝেরডাবরি চা-বাগানের স্বরস্বতী মুন্ডার। সেই সময় কোনও কারণে সরস্বতী রূপশ্রীর অনুদানের ২৫ হাজার টাকা পাননি। শনিবার অভিষেকের সভায় যোগ সরস্বতী তিনি দেখেন, তাঁর পরিচিত মিলা নাগাশিয়া রূপশ্রীর অনুদানের টাকা না পাওয়ার বিষয়টি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নজরে আনতে পেরেছেন এবং অভিষেক মিলাকে গ্যারান্টি দিয়েছেন রূপশ্রী

মিলা নাগাশিয়ার বাড়িতে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। রবিবার।

অনুদানের টাকা পাইয়ে দেওয়ার। তাতেই সুমন মিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুমন মিলার বাড়িতে গেলে সরস্বতীও তাঁর নিজের বিয়ের কাগজপত্র বিধায়ককে দেন। সুমন জানান, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে মিলার রূপশ্রী প্রকল্পের আবেদনের কাগজপত্র নিতে এসে আরেকজনেরও একই সমস্যা দেখলাম। দু'জনেরই কাগজপত্র প্রশাসনের কাছে জমা করে দেব। আশা করছি, দ্রুত তাঁরা অনুদানের টাকা পেয়ে যাবেন। শনিবার চা-বাগানে আবার জিতবে বাংলা কর্মসূচি নিয়ে এসেছিলেন অভিষেক। সেখানে চা-শ্রমিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে জানতে পারেন ঘটনাটা এবং রূপশ্রীর অনুদান পাইয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়ে যান। বিধায়কের তৎপরতায় দুজনই খুশি।

সুকান্তর সভায় শিল্পীদের নিগ্রহ গাড়ি ভাঙচুর

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের সভায় ব্যাপক উত্তেজনা। আর তাতে খোদ ইন্ধন জুগিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। শ্রোতাদের উদ্দেশে তাঁর বলা 'প্রতি বছর হবে' থেকে প্রমাণিত এইরকম অশান্তিই হবে প্রতি বছর। যেখানে যোগদানকারী শিল্পীদের গাড়ি ভাঙচুর করবে দর্শকরা। বালুরঘাটে বোম্বের খ্যাতনামা শিল্পীর গাড়ির কাচ ভাঙায় ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্য জুড়ে। ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণ উৎসব পালন করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব, বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ময়দানে। এসেছিলেন বোম্বের দুই শিল্পী সাচেত ট্যান্ডন ও পরম্পরা ঠাকুর।

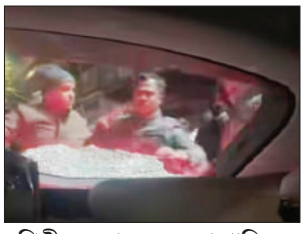

শিল্পীদের ভাঙচুর হওয়া গাড়ি।

অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীরা বেরনোর সময় বাইরে প্রচণ্ড ভিড়ে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা। একদল তাঁদের গাড়ির পিছনের কাচ ভেঙে দেয়। ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সুকান্ত বেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে দর্শকেরা। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। তৃণমূল নেতৃত্ব শিল্পী নিগ্রহের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছে, এটাই বিজেপির ভয় দেখানো ও গুন্ডামির রাজনীতির সরাসরি ফল, যা বাংলার পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পুলিশ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।

পানীয় জলের সমস্যা মিটল দ্বারিকামারি গ্রামে

জল সরবরাহের জন্যে গড়া হয়েছে রিজার্ভার।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জলজীবন প্রকল্পের অধীন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জলপাইগুড়ি বিভাগের তরফে ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দ্বারিকামারি গ্রামে নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পে প্রায় ১৮০০ পরিবারকে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছনোর পর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলাশাসক সামা পারভিন দ্বারিকামারি গ্রামকে জেলার প্রথম সজল গ্রাম ঘোষণা করেছিলেন ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। এরপর থেকে বাড়ি বাড়ি জল পেয়ে খুশি বাসিন্দারা। প্রকল্পের উদ্বোধন করে জেলাশাসক জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প এটি। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে দ্বারিকামারি গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খাগড়াবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু রায় বলেন, দ্বারিকামারির প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আমাদের গোটা অঞ্চলে মোট ৩টি জল ট্যাঙ্কের প্রজেক্ট হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি বাড়িতেই আমরা পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

পিকনিকের আনন্দে দুর্ঘটনা রুখতে তৎপর ট্রাফিক পুলিশ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : নতুন বছরের প্রথম রবিবার তাই চারিদিকে পিকনিকের আয়োজন। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। জবুথবু শীতে পথদুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ে। আর পিকনিক পার্টিদের গাড়ি ছোটে দ্রুতগতিতে। আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে ওঠা পিকনিক পার্টি ট্রাফিক আইন ভাঙে। তাতেই দুর্ঘটনা ঘটে। তা রুখতে তৎপর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। রবিবার সকাল থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল গোরা মোড় ট্রাফিক গার্ড। স্কুটি, মোটরবাইক চালকদের হেলমেট পরার অনুরোধ করলেন ট্রাফিক কর্মীরা। চারচাকার যানবাহন চালকদের ও আরোহীদের সিট বেল্ট পরারও অনুরোধ করা হল। লক্ষ্য একটাই, দুর্ঘটনা রোধ। চড়ুইভাতিতে যাওয়া যানবাহন থামিয়ে চালকদের সতর্ক এবং সকলকে সাবধানে যানবাহন চালানোর পরামর্শ দেন ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। নতুন বছরের প্রতিটি দিন দুর্ঘটনামুক্ত হোক সড়ক, এটাই চাইছে শিলিগুড়ি ট্রাফিক গার্ড।

সার-চাপে মৃত বিএলওর বাড়িতে গেলেন শিক্ষাকর্তা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাণেশ্বরের ইছামারি এলাকায় মৃত বিএলও আশিস ধরের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানালেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা। রবিবার তিনি কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকে আশিসের বাড়িতে যান। ওঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। সমবেদনা জানান। পরিবারের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবরও নিয়েছেন। প্রয়াত শিক্ষকের পরিবার যাতে নিয়ম মেনে যাবতীয় সুবিধা পায় সেই ব্যাপারেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। গত শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয় বিএলও আশিসের। বয়স হয়েছিল ৫২। বিএলওর কাজ নিয়ে চিন্তায় ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই কাজের চাপেই দুশ্চিন্তায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কোচবিহারে মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার রাতে। বাণেশ্বর সার্কেলের পূর্ব গোপালপুর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কোচবিহার উত্তর বিধানসভার ইচ্ছামারি এলাকার ৩/১০৩ নম্বর বুথের বিএলওর

মৃত বিএলও আশিস ধরের বাড়িতে রজত বর্মা ও শিক্ষকেরা।

দায়িত্বে ছিলেন। শনিবার সেই বুথের ৩৯ জন ভোটারের শুনানি ছিল। পরিবার জানায়, রাতে একটা ফোন এসেছিল এবং শুনানি বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফোনে কথা হয়। তারপর থেকেই তিনি অস্বাভাবিক ঘামতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ বাদেই অসুস্থ হয়ে মারা যান। তৃণমূলের দাবি, এই মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি এড়াতে পারে না। এর আগেও মাথাভাঙায় এক শিক্ষকের বিএলও কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। আরেক বিএলওর মৃত্যুতে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সরকারি কর্মীদের একাংশের মধ্যে।

গঙ্গারামপুর পুরসভার উদ্যোগে ম্যারাথন দৌড়

সংবাদদাতা, গঙ্গারামপুর : স্বাস্থ্য সচেতনতা ও খেলাধুলোর প্রসারে রবিবার সকালে এক বর্ণাঢ্য ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করল গঙ্গারামপুর পুরসভা। এদিনের এই দৌড়কে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জানা গিয়েছে, এদিনের প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০-র বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ম্যারাথনটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। তিনি সবুজ পতাকা নেড়ে দৌড়ের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার অন্য কাউন্সিলর ও বিশিষ্টরা। পুরসভার উৎসবের সূচনা হল এই ম্যারাথন দৌড় দিয়েই। এরপরেও রয়েছে ভলিবল, ফুটবল, মহিলা ফুটবল, নাচগান ইত্যাদি অনুষ্ঠান। ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করতে শুধু গঙ্গারামপুর নয়, পার্শ্ববর্তী দুই জেলা মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর থেকেও যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

ম্যারাথনের সূচনায় চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র।

চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র জানান, শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং যুবসমাজকে মাঠমুখী করতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই দৌড় শেষ হয়। বিজয়ীদের উৎসাহিত করতে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে সফল করে তুলেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্য করার মতো।

৮
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

আমার বাংলা

5 January, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩ গ্রামের চাষ, সেচের সুবিধায় ৪০ লক্ষে ফের পুকুর খনন, সংস্কার শুরু রাজ্যের

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : নতুন বছরের শুরুতেই পুরুলিয়ার হুড়া ব্লকের তিনটি গ্রামের মানুষের জলসেচ ও মাছ চাষের সুবিধা বাড়াতে অর্জুনজোড়া এলাকায় বিখা সায়ের নামে পরিচিত পুকুরটির পুনঃখনন ও সংস্কারকাজের সূচনা হল রবিবার। এই কাজের সূচনা করেন হুড়া ব্লকের বিডিও আরিকুল ইসলাম। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতেই এই পুকুর সংস্কারে রাজ্যের অনুমোদন মেলে। সংস্কারের ফলে মাছচাষের পাশাপাশি কৃষিকাজে জলসেচের সুবিধা এবং তিনটি গ্রামের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন

পুকুরের কাজের সূচনায় হুড়ার বিডিও, ওসি, প্রশাসন কর্তারা।

জলের চাহিদা মিটতে চলেছে। পুনঃখননের মাধ্যমে পুকুরটির জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ২৮,২০০ ঘন মিটার বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে প্রায় ১২ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা মিলবে। ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পে এই কাজে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিন মাসের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। কাজের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন হুড়া থানার ওসি বিশ্বজিৎ সরকার, জলসম্পদ দফতরের আধিকারিক, হুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি অরুণকুমার প্রতি, শিবপ্রসাদ মাহাত-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও গ্রামবাসীরা। বিডিও আরিকুল ইসলাম জানান, এই ধরনের ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পে গ্রামীণ কৃষি ও জীবিকায় দীর্ঘমেয়াদি উপকার হবে।

মঙ্গলবার অভিষেকের সভা বীরভূমে তৎপর কোর কমিটি

সংবাদদাতা, বীরভূম : হাতে মাত্র ৩৬ ঘণ্টা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামল বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটি। রবিবার বিকেলে রামপুরহাট বিধানসভার বিনোদপুর মাঠে হাজির থাকলেন অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সামিরুল ইসলাম, সৌমেন ভকত-সহ বীরভূমের একাধিক হেভিওয়েট নেতানেত্রী। মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় ৩ লক্ষ মানুষের আগমন হবে বলে দাবি করছেন

সভার মাঠে চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ প্রমুখ।

কোর কমিটির সদস্যরা। প্রতিটি অঞ্চল থেকে ৫০০০ করে মানুষ সেদিনের সমাবেশে আসবেন, এই দাবি করেছিলেন বীরভূম জেলা স্কুল কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। চলতি বছরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই জনসভা তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহিত করবে বলেই জানান জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার হেলিকপ্টারে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তারাপীঠ সংলগ্ন একটি মাঠে নামবেন। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে যাবেন তারাপীঠ মন্দিরে পুজোর উদ্দেশ্যে। মন্দির ঘুরে দেখার পাশাপাশি পুজো দেবেন। সেখান থেকে তিনি সরাসরি রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে সোনালি বিবির সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কেবলমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশ পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই সোনালি বিবিকে ফের বাংলাদেশ থেকে বীরভূমের পাইকরে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন অভিষেক। তাঁকে ভারতে নিজের বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল লড়াই করেছিল। বর্তমানে সন্তানসম্ভবা এই সোনালি রামপুরার মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার দিনই সোনালি তাঁর সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া সেই নবজাতকের নামকরণও করতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জনসভা থেকে বিরোধীদের রাজনৈতিক আক্রমণ করার পাশাপাশি বাংলার সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পের সুফল তুলে ধরবেন অভিষেক।

বই দিবসে পড়ুয়াদের রাজ্যের তরফে দেওয়া হল পাঠ্যপুস্তক

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে ২ জানুয়ারি 'বই দিবস'উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলার হুড়া হাইস্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ হল। স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় এদিন পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারই অঙ্গ হিসেবে গত কয়েক বছর ২ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে 'বই দিবস' পালন করা হচ্ছে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়ে শিক্ষা ও পাঠাভ্যাসের প্রসার ঘটানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

স্কুলে চলছে সরকারি পাঠ্যপুস্তক বিলি।

মেদিনীপুরে ২৪তম জেলা বইমেলা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : মেদিনীপুর শহরে চলছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ২৪তম বইমেলা। গত শুক্রবার বিকেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি সুবোধ সরকার, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, বিধায়ক সুজয় হাজরা-সহ বিশিষ্টজনেরা। মেলায় ৩০টির বেশি স্টল আছে।কলকাতার বিভিন্ন নামী প্রকাশকেরা অংশ নিয়েছেন। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা।

পাড়া শিবিরের মাধ্যমে নয়া রাস্তা পেল দাসপুরের মানুষ

সংবাদদাতা, দাসপুর : পাড়া সমাধানের মাধ্যমে এলাকার মানুষ পেল নতুন রাস্তা। ফলে খুশি দাসপুর ১ ব্লকের নন্দনপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। জানা যায় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দুর্গাপুর সংসদে কয়েক বছর ধরেই রাস্তার সমস্যা নিয়ে এলাকার মানুষজনকে সমস্যায় পড়তে হত, বিশেষত বর্ষাকালে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কথা ভেবে শুরু করেন 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। সেই কর্মসূচির আওতায় ওই পঞ্চায়েতের অধীন বেশ কয়েকটি কংক্রিটের রাস্তার সঙ্গে সাথে এই ঢালাই রাস্তাটিও যুক্ত হল। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দুলালচন্দ্র মণ্ডল বলেন, রাস্তাটি নির্মাণে খরচ পড়েছে ৬০ হাজার ৪৪টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের পঞ্চায়েত তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়। তিনি জানান, এছাড়াও নয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রতিটি সংসদে ইতিমধ্যে বসানো হয়েছে সোলার লাইট। চলছে নতুন ঢালাই রাস্তা, জলনিকাশি ড্রেনের ব্যবস্থা, কোথাও জল প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ। তৃণমূল সরকার যে মানুষের পাশে, মানুষের সঙ্গে তার প্রমাণ স্বরূপ বিরোধীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে উন্নয়নের এই সব কাজ।

পঞ্চায়েত এলাকায় নবনির্মিত রাস্তা।

কিশোরের রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার দেহ

সংবাদদাতা, আসানসোল : বরাচকের বয়লা ধাউড়া এলাকার একটি পুকুরের ধার থেকে রবিবার উদ্ধার হয় ১৫ বছর বয়সি শুভমের মৃতদেহ। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ভোর ৫টায় সে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল বলে জানা যায়। তারপরেই এই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা। দেহ ময়নাতদন্তে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রেকর্ড টিকিট বিক্রির সাফল্যে নতুন রূপে সাজছে জঙ্গলমহল জু

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

রেকর্ড টিকিট বিক্রির সাফল্যে নতুন করে সাজতে চলেছে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক। নতুন বছরের শুরুতেই আরও আকর্ষণ বাড়াতে এমু, অস্ট্রিচ ও ফ্লাইং বার্ডের জন্য পৃথক ঘেরাটোপ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্পে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন ঘেরাটোপ তৈরি হলে আয় আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি, গত ডিসেম্বরে রেকর্ড সংখ্যক দর্শনার্থী এসেছেন এখানে। প্রায় ৪৮ হাজার দর্শক চিড়িয়াখানায় ভিড় করেন। সেই সময় টিকিট বিক্রি হয় ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার। এর আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৩ হাজার এবং টিকিট বিক্রি হয়েছিল ৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার। আয়ের এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পরেই নতুন পরিকাঠামো উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পাশাপাশি পার্কের ভিতরে 'সৃষ্টিশ্রী' স্টল খোলা হয়েছে, যেখানে পর্যটকেরা জেলার বিভিন্ন হস্তশিল্পের সামগ্রী কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। রয়েছে খাবারের একাধিক স্টল। ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, চিড়িয়াখানার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। গত ডিসেম্বরে রেকর্ড সংখ্যক দর্শনার্থী এসেছেন, যা আগে কোনও দিন হয়নি। প্রসঙ্গত, ঝাড়গ্রামের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র এই চিড়িয়াখানা 'ডিয়ার পার্ক' নামেও পরিচিত। শালবনে ঘেরা শান্ত পরিবেশে এই চিড়িয়াখানার বৈশিষ্ট্য একেবারেই আলাদা। এখানকার পশুপাখিদের মধ্যে নিয়মিত প্রজনন লক্ষ্য করা যায়।

হচ্ছে এমু-অস্ট্রিচ-ফ্লাইং বার্ডের আলাদা ঘেরাটোপ

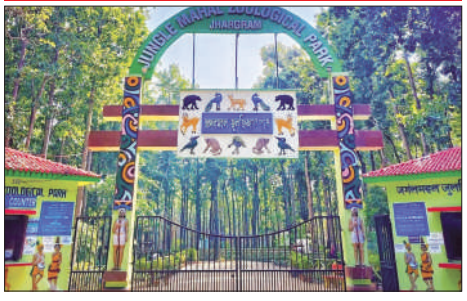

ঘেরাটোপে থাকাকালীন হায়না, নেকড়ে, বাঘরোল, স্বর্ণমৃগেরা শাবক প্রসব করেছে। ক্যালিজ ফিজেন্ট ও ময়ূরের ডিম ফুটে বাচ্চাও হয়েছে। বর্তমানে চিড়িয়াখানায় রয়েছে কয়েকশো চিতল হরিণ, ৫টি সম্বর হরিণ, ২২টি স্বর্ণমৃগ, নীলগাই, সজারু, ভালুক, নানা প্রজাতির পাখি, তারা কচ্ছপ, গোসাপ, হায়না, নেকড়ে ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপ। সাত মাস আগে একটি পুরুষ ভালুকও আনা হয়েছে। সূত্রের খবর, শীঘ্রই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও কুমির আনার পরিকল্পনাও আছে। তার পরেই এমু, অস্ট্রিচ ও ফ্লাইং বার্ডের জন্য পৃথক এনক্লোজার তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ডিএফও জানান, এমু, অস্ট্রিচ ও ফ্লাইং বার্ডের জন্য আলাদা ঘেরাটোপ তৈরি হবে। ঘেরাটোপ সম্পূর্ণ হওয়ার পরই এই পাখিগুলি আনা হবে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

5 January, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

পুরুলিয়ার সুরুলিয়া গ্রামে বিখ্যাত নাচনি শিল্পী পোস্তবালার ডেরায় সাংস্কৃতিক বাসরের আয়োজন করে 'উচ্ছ্বাস'। শিল্পীকে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি স্থানীয় বস্তির খুদে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্পিউটার শিক্ষা ও ইংরেজি-বাংলা পাঠ্যবই

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি আয়োজিত হল ঝাড়গ্রামের ধরমপুরের হরিনাগঞ্জ বুথে। রয়েছেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা-সহ নেতৃত্ব।

ভিনরাজ্যে শ্রমিক নিগ্রহ পাশে মানবিক বিধায়ক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পাণ্ডবেশ্বর তিন শ্রমিক মহারাষ্ট্রে কাজে গিয়ে অত্যাচারিত হন। এলাকার লাউদোয়া ফরিদপুর ব্লকের পলাশ, বন ও সিরসা গ্রামে এই তিন শ্রমিকের বাড়ি। রবিবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁদের থেকে অর্থ কেড়ে নেওয়া এবং মারধর করার ঘটনায় তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক। সেই সঙ্গে সাতদিনের মধ্যে তাঁদের কাজে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক।

গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মনের মিল না হওয়ায় বিয়ের ৬ বছরের মাথায় এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। মৃতের নাম বিউটি মাঝি (২৫)। মৃতের বাবা বীরভূমের নানুর এলাকার বাসিন্দা গদাধর মাঝি জানান, তিনি কাঠের কাজ করেন। জামাই নীলকমল মাঝি রাজমিস্ত্রি। তাদের বাড়ি কেতুগ্রাম থানার মোড়গ্রামে। তবে সকলেই কর্মসূত্রে কলকাতা থাকেন। তাঁর ছোটমেয়ে অন্তসত্ত্বা হওয়ায় গ্রামের বাড়ি এসেছিল। শুক্রবার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়। শনিবার তাঁরা প্রতিবেশীদের মাধ্যমে খবর পান মেয়েকে খুন করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মাফলার দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে মেয়েকে। এই ঘটনায় পুলিশ জামাইয়ের বাবা-মাকে আটক করলেও জামাই ও তার দাদা পলাতক। তাদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণের চেষ্টা, ধৃত

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ৭০ বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল রায়না থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২ জানুয়ারি রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ ওই বৃদ্ধার ঘরে ঢোকে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি। বৃদ্ধার চিৎকারে তাঁর ছেলে-সহ অন্যরা উঠে পড়ায় পালিয়ে যায় সে। ঘটনার পর রায়না থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ ওই প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করে। রবিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বর্ধমান আদালতের বিচারক।

ছোট আঙারিয়া দিবসে গড়বেতার শহিদ স্মরণসভায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নেতাদের

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : প্রতি বছরের মতো তৃণমূলের তরফে রবিবার গড়বেতায় ছোট আঙারিয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হল শহিদ স্মরণসভা। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক সুজয় হাজরা, সাংসদ কালীপদ সরেন, বিধায়ক উত্তরা সিংহ, অজিত মাইতি, শ্রীকান্ত মাহাত, দীনেন রায় ও প্রদ্যুৎ ঘোষ, যুবনেতা নির্মাল্য চক্রবর্তী, সন্দীপ সিংহ, বর্ন বর্মন-সহ জেলা নেতৃত্ব। এদিন বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিজেপি ও সিপিএমকে নিশানা করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি ছোট আঙারিয়াতে গণহত্যার ঘটনা ঘটে। সেদিনের ঘটনায় ১১ জন তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। অভিযোগ ওঠে সিপিএম দুষ্কৃতীদের উপর। এরপর ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রতি বছর এই দিনটিতে শহিদ স্মরণসভা করে আসছে তৃণমূল। এই সভায় স্থানীয় মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সভামঞ্চ থেকে অরূপ চক্রবর্তী-সহ নেতারা রাম ও বামেদের উদ্দেশে সোচ্চার হন। বাম আমলের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরব হন তাঁরা। পাশাপাশি কেন্দ্রের এসআইআর কর্মসূচির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন মানুষের হয়রানি প্রসঙ্গে। তাঁরা বলেন, একজন প্রকৃত ভোটারের নামও যদি বিজেপি চক্রান্ত করে বাদ দেয়, তার বিরুদ্ধে তৃণমূল শেষ দেখে ছাড়বে।

শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পরে জনসভায় বক্তব্যরত রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী।

অমানবিক কমিশন, অসুস্থ শরীরেও সার-শুনানিতে হাজিরা বাধ্যতামূলক

ঝাড়গ্রামে মানুষের ভোগান্তিতে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বেলপাহাড়ি ব্লকের সাহাড়ি গ্রামে এসআইআরের শুনানি ঘিরে চরম ভোগান্তির ছবি দেখা গেল। দীর্ঘদিন অসুস্থ এলাকার বাসিন্দা রূপচাঁদ মান্ডিকে নির্ধারিত দিনে অসুস্থ শরীর নিয়েই বিডিও অফিসে হাজিরা দিতে হল। অভিযোগ, চলাফেরার অবস্থা না থাকায় তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করেই আনা হয় অফিস চত্বরে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুনানির নামে সাধারণ মানুষের উপর অমানবিক চাপ তৈরি করছে নির্বাচন কমিশন। শারীরিক অসুস্থতা বা বিশেষ পরিস্থিতির কোনও মানবিক মূল্যায়ন না করেই হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। একই দিনে শিলদার সাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দা গর্ভবতী সুজাতা মাহাতকেও শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করেই শুনানিতে হাজির হতে হয়। তাঁর পরিবারের দাবি, বাড়িতে বিশ্রামে থাকার কথা থাকলেও নাম নিয়ে সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা থাকার ভয়ে তাঁকে আসতে বাধ্য করা হয়। অন্যদিকে সুন্দরী সরেনের নাম আদৌ তালিকায় তোলা হবে কি না তা নিয়ে তাঁর পরিবার চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছে। আর এই প্রশ্নেই মানসিক চাপে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে আরও অনেক পরিবারের। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ইলেকশন কমিশনের কাছে আমাদের টিম গিয়েছিল। কমিশন জানিয়েছিল, যাঁরা অসুস্থ ও বয়স্ক, তাঁদের ডাকা যাবে না। তাঁদের হিয়ারিং বাড়ি থেকেই হবে। এই নিয়ে আমি ডিএম ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলব।

অ্যাম্বুল্যান্সে যেতে হল শুনানিতে।

বার্ষিক ক্রীড়া

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে চাকদহ স্টেডিয়ামে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ৪১তম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল। ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত-সহ দেবাশিস বিশ্বাস প্রমুখ।

ঘটনাস্থলে অজিত মাইতি।

লরির ধাক্কায় গাড়ি ঢুকে গেল স্টেট বাসের নিচে মৃত ১, জখম ৩

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : রবিবার দুপুরে খড়্গপুর ২ নং ব্লকের মাদপুর এলাকায় ১৬ নং জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা স্টেস বাসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি প্রাইভেট গাড়ি। এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত তিনজন। খড়্গপুর লোকাল থানার ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যালে পাঠায়। স্টেট বাসটি কলকাতা থেকে খড়্গপুরের দিকে যাচ্ছিল। মাদপুরে প্যাসেঞ্জার নামানোর সময় পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে প্রাইভেটটি। পুলিশ জানায়, মাদপুরে সিগন্যালে স্টেট বাসটি দাঁড়ালে তার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রাইভেটটি এবং একটি লরি। লরিটির পিছনে ধাক্কা মারে আরেকটি লরি। তার ধাক্কায় প্রাইভেট কারটি স্টেট বাসের নিচে ঢুকে যায়। যার ফলেই একজনের মৃত্যু হয়।

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত পরিবারের পাশে ব্লক প্রশাসন, জেলা পুলিশ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাহি গ্রামে শুক্রবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঊর্মিলা পাতরের খড়ের বাড়ি-সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র, নগদ অর্থ ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী ছাই হয়ে যায়। কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে পরিবার। খবর পেয়ে শনিবার ঘটনাস্থলে যান গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি ও বেলিয়াবেড়া থানার কর্তারা। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আগামী দিনে সবরকম সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দেন বিডিও রাহুল বিশ্বাস, ওসি নিলু মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিঙ্কু পাল এবং ব্লক ও পুলিশকর্তারা। প্রশাসনের তৎপরতায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে পরিবারে।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শুরু মোহনপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলনমেলা

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : প্রাচীন ঐতিহ্য ও গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক-বাহক মোহনপুর গ্রামীণ মেলা এ বছর ত্রয়োদশ বর্ষে পড়ল। রবিবার দাঁতনের মোহনপুরে সাড়ম্বরে এই গ্রামীণ মেলার সূচনা করলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা। মেলা উপলক্ষে এদিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার শেষে সম্প্রীতি ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন বিধায়ক। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তপনকুমার প্রধান, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা মেলা কমিটির সভাপতি সঞ্চিতা দাস পাত্র, মোহনপুর থানার আইসি প্রদীপ পাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাখনলাল গিরি, ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ দীপঙ্কর প্রধান, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পিঙ্কি বিবি, ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ রুনা পাত্র ও সুনীল নায়ক, আয়োজক সংস্থার সম্পাদক গৌতম গিরি-সহ আরও অনেকে। প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাণিক মাইতি জানান, ৪ থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে মেলা। রয়েছে শতাধিক স্টল, যেখানে গ্রামীণ হস্তশিল্প, খাদ্যসামগ্রী ও নানা সামগ্রী থাকছে দর্শনার্থীদের জন্য। সম্প্রীতি ও সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে মেলায় থাকছে সমাজসেবামূলক কর্মসূচি, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মেলার উদ্বোধনে মঞ্চে বিধায়ক সুজয় হাজরা। রয়েছেন অন্যরা।

১০
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

আমার বাংলা

5 January, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইটাহারে আসছেন অভিষেক তার আগে হল প্রস্তুতিসভা

সংবাদদাতা, ইটাহার : ৭ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে এক মেগা রোড-শো করতে চলেছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এই কর্মসূচিকে সফল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে স্থানীয় নেতৃত্ব। রবিবার এই উপলক্ষে ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ প্রস্তুতি সভা এবং শহরজুড়ে এক বিশাল প্রচার মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিন ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রস্তুতিসভায় ছিলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি কার্তিক দাস, ব্লক যুব সভাপতি মোজাফফর হোসেন, ব্লক মহিলা সভানেত্রী পূজা দাস, এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান-সহ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান এবং দলীয় জনপ্রতিনিধিরা।প্রস্তুতি সভার পর ইটাহার শহরের প্রধান রাস্তাগুলোতে একটি মিছিল বের করা হয়। দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। মোশারফ জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। ৭ তারিখের কর্মসূচি কেবল সফল নয়, তা এক ঐতিহাসিক জনসমুদ্রে পরিণত হবে। জানা গিয়েছে, ৭ জানুয়ারি ইটাহারে রোড-শোয়ের পাশাপাশি থাকছে আধুনিক ধাঁচের জনসংযোগ কর্মসূচি। মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর দিনাজপুরে জোড়াফুল শিবিরের জনসমর্থন প্রকাশ পাবে। রবিবারের এই মিছিল ও সভা থেকে দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ডাক দিয়েছেন ব্লক নেতৃত্ব। ৭ জানুয়ারির ওই মেগা রোড-শো-কে ঘিরে এখন সাজ সাজ রব গোটা ইটাহারে।

প্রস্তুতিসভায় মোশারফ হোসেন, কার্তিক দাস, মোজাফফর হোসেন, পূজা দাস প্রমুখ।

তুষারপাতে আটকে পর্যটকদের গাড়ি।

সিকিমে তুষারপাত চলছেই

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : গ্যাংটক এবং পূর্ব সিকিমে জে এন রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল প্রবল তুষারপাতের কারণে। গাড়ি বরফে পিছলে যেতে পারে এই আশঙ্কায়। বছরের প্রথম দিন থেকে উত্তর এবং পূর্ব সিকিমে তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। আজও নাথুলা, বাবা মন্দির, চাঙ্গু (পূর্ব সিকিম) এবং জিরো পয়েন্ট লাচুংয়ে (উত্তর সিকিম) তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। তুষারপাতে পূর্ব সিকিমের সঙ্গে সংযোগকারী জে এন রোডেও তুষারপাত হয়। তাই প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

ঠান্ডায় জবুথবু জলপাইগুড়ি

নতুন বছরের প্রথম রবিবার জাঁকিয়ে শীত পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। কুয়াশার চাদরে মোড়া গোটা জেলা। আজ জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৮ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। ঠান্ডায় জবুথবু জেলার মানুষ। শরীর গরম করে নিতে ভরসা আগুন। যে যেখানে পারছেন আগুন পোহাচ্ছেন, এমন ছবি জেলা জুড়ে।

রায়গঞ্জে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সভা তৃণমূলের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : নির্বাচনের দামামা বাজার আগে ঘরগুছিয়ে নিতে তৎপর ঘাসফুল শিবির। তাতেই উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সভা হল, রায়গঞ্জের মোহরকুঞ্জ ভবনে। সভার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। মূল আলোচনা শুরুর আগে জেলা যুব তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রয়াত যুবনেতা নব্যেন্দু ঘোষের অকালপ্রয়াণে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন সবাই। সভায় ছিলেন গোয়ালপোখরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, বিধায়ক গৌতম পাল, বিধায়ক মোশারফ হোসেন, বিধায়ক মিনাজুল আরফিন আজাদ, জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, কৌশিক গুণ, চৈতালি ঘোষ সাহা, পম্পা সরকার প্রমুখ। জেলায় সংগঠনকে আরও মজবুত করা এবং বুথস্তরের কর্মীদের সক্রিয় করাই ছিল এই সভার প্রধান লক্ষ্য। সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও জোরালোভাবে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন উপস্থিত নেতৃত্ব। পাশাপাশি, বিরোধী শিবিরের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার ডাক দেওয়া হয় সভা থেকে। কানাইয়ালাল জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক দক্ষতাকে হাতিয়ার করে উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃণমূল এক শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, যা আগামী নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে।

মঞ্চে কানাইয়ালাল আগরওয়াল, গোলাম রব্বানি, গৌতম পাল।

ব্যর্থ দুই অস্ত্র, তাই নিদান

(প্রথম পাতার পর) পদ্মফুলে পড়া চাই। এই থেকেই বিজেপির নারীবিদ্বেষী মানসিকতা তুলে ধরে অভিষেকের বক্তব্য, প্রথমে এসআইআর করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে হাইজ্যাক করো, তারপরে ব্যাপক হারে বৈধ ভোটারদের বাদ দাও— ইত্যাদি কৌশল যখন ব্যাকফায়ার করেছে, তখন জোর করে নাম মুছে ফেলার নাটক শুরু হল 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে। তাও যখন ব্যর্থ, তখন বিজেপি সমান্ততান্ত্রিক ও বর্বর পুরুষতান্ত্রিক পথে স্বামীদের নির্দেশ দেওয়া দিচ্ছে স্ত্রীদের ঘরে বন্দি করে রাখার জন্য! যাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বলিয়ান মহিলারা ভোট দিতে বেরোতে না পারেন!

বারবার যেভাবে বিজেপি নেতাদের নিশানায় বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তা তুলে ধরে অভিষেকের দাবি, একসময় বিজেপি দাবি করেছিল, বাংলায় ক্ষমতায় এলে এটা তুলে দেবে। নাক সিঁটকেছিল যে, বাংলার হিন্দু মহিলারা ৫০০ টাকার জন্য নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছেন। মহিলাদের সরাসরি আর্থিক সহযোগিতা দেওয়াকে 'ভিক্ষা' বলে অপমান করেছিলেন। সেই মহিলাদের ভোটই নির্বাচনে বিজেপিকে ডোবাবে। অভিষেকের তোপ, ২০২৬-এর নির্বাচনে যে মহিলাদের আপনারা খাঁচায় বন্দি করতে চাইছেন, সেই লক্ষ লক্ষ মহিলারাই ভোটকেন্দ্রে যাবেন এবং আপনাদের বাংলা-বিরোধী, নারীবিরোধী রাজনীতিকে চিরতরে পুঁতে দেবে।

নারীবিরোধী বিজেপির 'তালিবানি ফতোয়া'র বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন তৃণমূলের মহিলা মন্ত্রী-সাংসদরাও। বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, নারী-বিরোধী বিজেপি। মহিলাদের ভাল হোক তা চায় না। রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া পার্টি বিজেপি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিব্রত। রাজ্যের আর এক মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, আগে বিজেপি বলেছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নেবে না, এখন বলছে নিলে স্ত্রীকে ঘরে বন্দি করে রাখুন। এঁরা মহিলা-বিরোধী। বাংলার লক্ষ্মীরা এর জবাব দেবেন। সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, বিজেপি মহিলাদের নিরাপত্তা-সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। বিজেপি ধর্ষকদের মালা পরিয়ে বরণ করে নেয়। মুখ্যমন্ত্রীর দৌলতে বাংলার মহিলাদের যেভাবে ক্ষমতায়ন হয়েছে, তাঁরা জানেন যে কোন দরজা কীভাবে ভাঙতে হয়।

আর এক গুণধর : কালীপদর পর লাল সিং আর্য। বিজেপির এই তফসিলি নেতা স্পষ্ট বললেন, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-মুসলিম কাউকেই রাখা হবে না। বিজেপি নেতার মন্তব্যে মতুয়া সমাজে ব্যাপক ক্ষোভ। তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন, একটি নাম বাদ গেলেই রাস্তায় নামবেন। তৃণমূল বলেছে, সার-এর আড়ালে এটাই তো ওরা করতে চায়। দায় এড়াতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি নামলেও ক্ষোভের আগুন বাড়ছে। কিন্তু ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে গিয়েছে।

গদ্দারের সভার প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টাতেই তৃণমূলের সভা

সংবাদদাতা, মালদহ : কনকনে শীতে মালদহের চাঁচলে তাপমাত্রার পারদ নামলেও নতুন বছরের শুরুতেই রাজনীতির উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। বছরের দ্বিতীয় দিনে চাঁচল কলমবাগান ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। সেই সঙ্গে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই জেলা তৃণমূল সভাপতির উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তাঁর সভার রেশ কাটতে না কাটতেই মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একই কলমবাগান ময়দানে পাল্টা সভার ডাক দেয় তৃণমূল। রবিবারের সেই সভায় মঞ্চ থেকে কড়া পাল্টা আক্রমণে নামেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। গদ্দারকে নিশানা করে তিনি বলেন, বিরোধীদের রাজনীতি মিথ্যা প্রচার ও গুজবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন বছরের শুরুতেই চাঁচলকে কেন্দ্র করে এই পাল্টা সভা ও বাক্যবাণ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। শীতের হিমেল হাওয়াকে উপেক্ষা করেই সভায় সাধারণ মানুষ এবং তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সভায় আব্দুর রহিম বক্সি, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাকে অক্সিজেনের নল নিয়ে শুনানিতে

(প্রথম পাতার পর) নোটিশ পান ওই অসুস্থ বৃদ্ধ। একপ্রকার বাধ্য হয়ে বন্ডে সই করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। অসুস্থ অবস্থাতেই নাকে অক্সিজেনের নল লাগিয়ে ৩১ ডিসেম্বর শুনানিতে হাজিরও হন তিনি। কিন্তু এত ধাক্কা নিতে পারেনি বৃদ্ধের শরীর। শুনানির পরে বাড়ি ফেরার পরই তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও গুরুতরভাবে খারাপ হতে থাকে। ২ জানুয়ারি তাঁকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের ছেলে হারুন মোল্লা বলেন, বিডিও থেকে নোটিশ এসেছিল। নাম না থাকায় আতঙ্কিত ছিলেন। এর মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভর্তি করা হয় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। শুনানির জন্য ডাকা হয় বাবাকে। হাসপাতাল ছুটি দিতে চায়নি। ভয়ে এনেছি। আর সেই ধকলে মারা গিয়েছেন। কমিশন যে শুধু মানুষকে হয়রান করছে তাই নয় বরং নির্বিচারে একের পর এক প্রাণ চলে যাচ্ছে একমাত্র তাদেরই গাফিলতির কারণে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ট্রেন বা বিমান কিংবা মেট্রো— অনলাইনে টিকিট কাটতে এখন অনেকেই স্বচ্ছন্দ। তা মাথায় রেখে নতুন অ্যাপ নিয়ে আসছে কেন্দ্র। এবার জানা যাচ্ছে, ট্রেনে অসংরক্ষিত টিকিট কাটার ক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপ ইউটিএস আগামী মার্চ মাস থেকে আর কার্যকর থাকবে না

দিল্লি দরবার

5 January 2026 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

ডাবল ইঞ্জিন ইন্দোরের পর এবার গান্ধীনগরে পানীয় জলে বিষক্রিয়া

তীব্র সমালোচনায় তৃণমূল

নয়াদিল্লি: মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের পর এবার মোদিরাজ্য গুজরাত। একের পর এক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিপর্যয়ের ঘটনা প্রশ্নের মুখে ফেলেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে। এবার গুজরাতে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্র গান্ধীনগরে পানীয় জলে বিষক্রিয়া। ঘটনায় শতাধিক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি। এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর রাজ্য গুজরাতের বিজেপি শাসিত সরকারকে তুলোধোনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি সরকারের অপদার্থতা তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, আরেকটি বিজেপি শাসিত শহর, আরেকটি জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা!

এবার, এটি গুজরাতের রাজধানী গান্ধীনগর, যেখানে দূষিত জল পান করার পরে ১০৪ জনেরও বেশি লোক টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ইন্দোর থেকে গান্ধীনগর পর্যন্ত, প্যাটার্নটি উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। বিজেপি শাসিত শহরগুলিতে, প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাগুলি ভেঙে পড়ছে বলে বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের শ্লেষ, যে 'মডেল গভর্ন্যান্স' নিয়ে গর্ব করে মোদি-শাহ ডাবল ইঞ্জিন সরকার, সেই রাজ্য গুজরাতে নর্দমার জল কীভাবে পানীয় জলে মিশেছে? পাইপলাইনগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কে দায়ী এবং লোকেরা অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেন নিকাশির পাইপ লাইনের লিকেজগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল? আগে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? অসুস্থ হয়ে অসংখ্য মানুষ হাসপাতালে ভর্তির

পরই কর্তৃপক্ষ এখন জেগে উঠেছে! এই প্রশাসনিক অবহেলার মাশুল দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এভাবেই ডাবল সরকারের শাসন ব্যর্থতা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে সমালোচনায় সোচ্চার বাংলার শাসক দল।

সম্প্রতি বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে নলবাহিত জলপান করে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে। এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২০০-র বেশি মানুষ। এই পরিস্থিতির পরেও কোনও হেলদোল নেই বিজেপি সরকারের। আবার আরেকটি বিজেপি রাজ্যে একই পরিস্থিতি!

আজ সেতুর শিলান্যাস

(প্রথম পাতার পর)

দৈর্ঘ্যের এই ৪ লেনের সেতু তৈরি হলে কাউকে আর ভেসেল বা লঞ্চে করে মুড়িগঙ্গা পেরোতে হবে না। অপেক্ষা করতে হবে না জোয়ার-ভাটার খেলার জন্য। সরাসরি গাড়ি নিয়ে সেতু পেরিয়ে অল্প সময়ে পৌঁছনো যাবে গঙ্গাসাগরে। এই সেতুর জন্য খরচ হবে ১৬৭০ কোটি টাকা। পুরোটাই দিচ্ছে রাজ্য সরকার। টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। মুড়িগঙ্গার ওপর বিশেষ পদ্ধতিতে এই সেতু তৈরি হবে। সেতু তৈরি হলে একাধিক সুবিধা হবে।

১. সাগরদ্বীপে বিভিন্ন কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের যাতায়াতে সুবিধা
২.পুণ্যার্থী - পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতে সুবিধা
৩. পরবর্তীতে একটি নদী বন্দর তৈরির সম্ভাবনা
৪. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ সাগরদ্বীপে ঝড়-পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকাজে সুবিধা।

আজ, সোমবার সাগরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবছরের মতো এবারও গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন। সঙ্গে একাধিক কর্মসূচি। এবছর কুম্ভমেলা নেই তাই অন্যান্যবারের থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড় হবে অনেক বেশি। সেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বহু আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দফায় দফায় নবান্নে বৈঠক করেছেন আধিকারিকদের নিয়ে। একাধিক মন্ত্রীকে আলাদা করে দায়িত্ব দিয়েছেন। এবার সরেজমিনে নিজে আসছেন সবকিছু খতিয়ে দেখতে। ৯ তারিখ থেকে শুরু হয়ে মেলা চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। এখানে এসে যাবেন কপিলমুনির আশ্রম ও ভারত সেবাশ্রম সংঘেও।

এর বাইরে রয়েছে প্রশাসনিক কর্মসূচিও। জেলার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন, ঘোষণা। হেলিপ্যাডের পাশেই পুণ্যার্থীদের জন্য তৈরি ১০০ শয্যার হস্টেলের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও সাগরে তৈরি হওয়া 'বাংলার মন্দিরের' উদ্বোধনও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই গঙ্গাসাগর সফরকে কেন্দ্র করে উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁরা সবথেকে বেশি খুশি তাঁদের স্বপ্নের গঙ্গাসাগর সেতুর শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন

(প্রথম পাতার পর)

পরিকল্পনাহীন, ত্রুটিপূর্ণ ও প্রশাসনিক গাফিলতিতে ভরা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে চিঠিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই প্রক্রিয়ার ফলে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের তরফে হোয়াটসঅ্যাপ ও মৌখিক বার্তার মাধ্যমে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে। অথচ এত বড় সাংবিধানিক গুরুত্বের প্রক্রিয়ার জন্য কোনও লিখিত বিজ্ঞপ্তি বা আইনি নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। এর ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নষ্ট হচ্ছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি প্রকৃত ভোটারদের বঞ্চিত করার পথ খুলে দিচ্ছে, যা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে ব্যাক এন্ড থেকে ভোটারদের নাম মুছে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট ইআরওদের অনুমতি বা অজান্তেই এই কাজ হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। কোন আইনি ক্ষমতায় এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এক রাজ্যে যে নথি বৈধ হিসেবে গৃহীত হচ্ছে, অন্য রাজ্যে সেটিই বাতিল করা হচ্ছে। বিহারে যে ফ্যামিলি রেজিস্টার পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য, বাংলায় তা হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে অস্বীকার করা হচ্ছে। একইভাবে স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্রও গ্রহণ করা হচ্ছে না। এর ফলে ভিনরাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের বারবার শুনানিতে হাজির হতে বাধ্য করা হচ্ছে।

শুনানি প্রক্রিয়া নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ভোটারদের আগাম জানানো হচ্ছে না কেন যে তাঁদের ডাকা হচ্ছে, কোন নথি লাগবে বা শুনানির পরে কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। বহু ক্ষেত্রে প্রবীণ, অসুস্থ মানুষদেরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শুনানিতে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকৃত শুনানি হলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমত বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত অবজারভার প্যানেল উপেক্ষা করে অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে এবং মাইক্রো অবজারভারদের অনেকেরই এই সংবেদনশীল কাজের অভিজ্ঞতা নেই। এমনকী বুথ লেভেল এজেন্টদের শুনানি প্রক্রিয়ায় ঢুকতে না দেওয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বর্তমান অবস্থায় এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোর উপর আঘাত করছে। চিঠির শেষে তিনি নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে এই প্রক্রিয়ার ত্রুটি সংশোধন করার আর্জি জানিয়েছেন। তা না হলে এই অনিয়ন্ত্রিত ও তড়িঘড়ি চালানো প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি তুলেছেন তিনি।

ব্যাঙ্ক আমানতে টান পড়ায় শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে ঝুঁকছে সাধারণ মানুষ

নয়াদিল্লি: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) সাম্প্রতিক বুলেটিনে দেশের সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের ধরনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের চিত্র ফুটে উঠেছে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, গত দুই বছরের বৃদ্ধির ধারাকে পাল্টে দিয়ে বর্তমানে পারিবারিক ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০২৫ অর্থবর্ষের শেষে ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ৮.৯৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১২.৫৪ লক্ষ কোটি টাকায়। জীবনবিমা তহবিলে বিনিয়োগও প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বা ১৭.৩ শতাংশ কমে হয়েছে ৫.৩ লক্ষ কোটি টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন ফান্ড ব্যতীত অন্যান্য ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা ২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর বিপরীতে সাধারণ মানুষ এখন অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছেন। ইক্যুইটি বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৫৩ শতাংশ এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের হার গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বা ৯৫ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি, মানুষের হাতে নগদ ধরে রাখার প্রবণতাও বেড়েছে প্রায় ৭৭.৬ শতাংশ, যা বাজারে তারল্যের প্রয়োজন এবং পরিবারের ক্রমবর্ধমান ভোগের চাহিদাকেই নির্দেশ করছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট আর্থিক সঞ্চয়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক আমানতের অংশ ২০২১ অর্থবর্ষের ৪০.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০২৫ অর্থবর্ষে ৩৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উল্টোদিকে, একই সময়ে মিউচুয়াল ফান্ডের অংশ ২.১ শতাংশ

সংকটে ঋণ ব্যবস্থা, প্রকাশ আরবিআই রিপোর্টে

থেকে লাফিয়ে ১৩.১ শতাংশে পৌঁছেছে। ব্যাঙ্কে আমানত সংগ্রহের হারের তুলনায় ঋণ দেওয়ার গতি অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় তৈরি হয়েছে এক ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি। বর্তমানে নতুন আমানতের বিপরীতে ঋণের অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০২ শতাংশে, যা মাত্র এক বছর আগেও ছিল ৭৯ শতাংশ। এই অনুপাত ১০০ শতাংশ অতিক্রম করার অর্থ হল, ব্যাঙ্কের কাছে জমার তুলনায় ঋণের চাহিদা অনেক বেশি। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যাঙ্কগুলিকে এখন বাজার থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে কিংবা অতিরিক্ত সংবিধিবদ্ধ তরল অনুপাত এবং ব্যালেন্স-শিট বাফার ভাঙতে হচ্ছে বলে ব্যাঙ্ক কর্তারা জানিয়েছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, কোভিড-পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ব্যবস্থায় 'সঞ্চয়ের আর্থিকীকরণ' একটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর ফলে মানুষ প্রথাগত ব্যাঙ্ক আমানত ছেড়ে শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ডের দিকে ঝুঁকছে। গত এক দশকে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের মোট সম্পদের পরিমাণ ব্যাঙ্ক আমানতের তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে বেড়েছে। ২০২৪ সালেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৎকালীন গভর্নর শক্তিকান্ত দাস সতর্ক করেছিলেন যে, আমানত সংগ্রহের এই মন্থর গতি বজায় থাকলে তা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা তথা দেশের অর্থনীতির জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তিনি জানিয়েছিলেন যে সেই সময়ে বিষয়টি উদ্বেগের কারণ না হলেও, দীর্ঘস্থায়ীভাবে এই প্রবণতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশে নিহত সংখ্যালঘু তরুণ খোকনচন্দ্র দাসের মরদেহ হাসপাতাল থেকে তাঁর শরিয়তপুরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন খোকনের স্ত্রী। কাঁদতে কাঁদতে বারবার জ্ঞান হারান তিনি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে জানতে চান, কোন অপরাধে আমার স্বামীকে এভাবে মরতে হল?

আমেরিকার অভিযান ও মাদুরোর গ্রেফতারির কড়া নিন্দায় মামদানি

এটা যুদ্ধাপরাধ! ট্রাম্পকে বললেন নিউইয়র্কের মেয়র

নিউইয়র্ক: এটা যুদ্ধাপরাধ। মাদুরোকে মুক্তি দিন। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের কড়া নিন্দায় এভাবেই সরব হলেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। ঘটনাচক্রে ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে অপহরণের পর মার্কিন সেনা মাদুরোকে নিয়ে এসেছে নিউইয়র্কে। সেখানে মাদকবিরোধী আইনে তাঁর বিচার হবে বলে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই নিউইয়র্কের মেয়র মামদানি ট্রাম্প প্রশাসনের কাজকে 'যুদ্ধাপরাধ' বলে অভিহিত করেছেন। এমনকী তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোনও করেন। সূত্রের খবর, ফোনবার্তায় মামদানি জানিয়ে দিয়েছেন,

ওয়াশিংটনের এই আগ্রাসনকে তিনি কোনও অবস্থায় সমর্থন করেন না। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর অপহরণেরও তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউইয়র্কের মেয়র মামদানি লেখেন, একতরফাভাবে একটি সার্বভৌম দেশের উপর এই আক্রমণ যুদ্ধাপরাধ। শুধু তাই নয়, এটি ফেডারেল ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা সরাসরি নিউইয়র্কবাসীদের উপর প্রভাব ফেলে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাজার হাজার ভেনেজুয়েলার নাগরিক। তাঁরা এই শহরকে নিজের বাড়ি বলেন। মামদানির কথায়, প্রত্যেক নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার কর্তব্য। আমরা গোটা পরিস্থিতির নজর রাখছি।

ভেনেজুয়েলার তেল দখলের পরিকল্পনা যুদ্ধবাজ ট্রাম্পের

শতাধিক শহরে প্রতিবাদে মুখর মার্কিন নাগরিকরা

ওয়াশিংটন: ভেনেজুয়েলা আক্রমণ এবং সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে বন্দি করে নিজের সাফল্যের ঢাক পেটালেও খোদ মার্কিন মুলুকেই এই আগ্রাসনের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন নাগরিকরা। অন্য একটি স্বাধীন দেশে হামলা চালাতে গিয়ে নিজের দেশেই বিরোধিতার মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সর্বত্র আলোচনা একটাই ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলের ভাণ্ডার কব্জা করতে সেদেশের নির্বাচিত শাসককে সরিয়ে আমেরিকার হাতের পুতুলকে কারাকাসের ক্ষমতায় বসাতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার এই অভিসন্ধি স্পষ্ট হয়েছে ট্রাম্পের মন্তব্যেই। যেখানে তিনি বলেছেন, এবার ভেনেজুয়েলা শাসন করবে আমেরিকা। বস্তুত কট্টর আমেরিকা-বিরোধী মাদুরোকে ভেনেজুয়েলার তেলচুরির পথে প্রধান কাঁটা বলে মনে করছিলেন ট্রাম্প। ফলে পরিকল্পনা করেই সেদেশের প্রেসিডেন্টকে অপহরণ ও বন্দি করেছে মার্কিন সেনা। তবে ট্রাম্পের এই নীতির বিরোধিতায় সরব হয়েছেন তাঁর নিজের দেশের নাগরিকরাই। তাঁরা আওয়াজ তুলছেন, তেলের জন্য আগ্রাসন বন্ধ হোক। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গোটা দেশে অন্তত ১০০টি প্রতিবাদ মিছিল প্রত্যক্ষ করল মার্কিন প্রশাসন। এমনকী হোয়াইট হাউসও বাদ গেল না। ভেনেজুয়েলার সমর্থনে কয়েকশো মানুষ বিক্ষোভ দেখায় হোয়াইট হাউসের বাইরে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নীতিতে একের পর এক দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন শুরু করেছেন, সেই যুদ্ধবাজ নীতিতে সায় নেই মার্কিন নাগরিকদেরই। যুদ্ধবাজ চরিত্র তুলে ধরে আদতে যে আমেরিকার মানুষের কোনও ভাল করছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প, সরাসরি সেই অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। শনিবার সকালে ট্রাম্পের নির্দেশে আমেরিকান সেনা নিউইয়র্কে তুলে এনেছে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে। এরপর থেকেই কার্যত নিউইয়র্ক সিটি-সহ আমেরিকার ১০০ এর বেশি শহরে শুরু হয়েছে এই নিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। শত শত মানুষ ম্যানহাটনের রাস্তায় নেমে নেমে বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। তাঁরা রাস্তায় 'ভেনেজুয়েলার উপর থেকে আমেরিকা হাত সরিয়ে নাও', 'ক্যারিবিয়ান থেকে আমেরিকা তুমি বেরিয়ে যাও', 'ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করো, মাদুরোকে মুক্ত করো' এই রকম লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। ভেনেজুয়েলার আগ্রাসন নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন আমেরিকার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তাঁর দাবি, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ কোনওভাবেই আমেরিকাকে শক্তিশালী করে না। এই পদক্ষেপ 'বেআইনি' ও 'অবৈধ' বলেও দাবি করেন হ্যারিস। তিনি দাবি করেন, মাদুরোকে নৃশংস, অনুপযুক্ত স্বৈরাচারী বলে দাবি করলেও এটা বদলে যাবে না যে এই পদক্ষেপ বেআইনি এবং অবিবেচকের মতো। তাঁর কথায়, আমরা এই ধরনের চলচ্চিত্র আগেও দেখেছি। সাম্রাজ্যের পতনের বা তেলের জন্য যুদ্ধ বাজারে শক্তিশালী বলে ভাল বিক্রি হলেও আদতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে এবং মার্কিন পরিবারগুলিকে তার দাম দিতে হয়।

ভেনেজুয়েলার ঘটনা নিয়ে দুটি বিবৃতি দিয়েছে চিন। রবিবার সকালে বিবৃতি দিয়ে ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে কড়া নিন্দার পাশাপাশি অবিলম্বে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বেজিং। ভেনেজুয়েলার সরকারের যেন পতন না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত, বিবৃতি জারি বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি: ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। রবিবার এই ইস্যুতে বিবৃতি জারি করেছে বিদেশ মন্ত্রক। শনিবার রাতেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট অপহরণের পরিপ্রেক্ষিতে সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিল ভারত সরকার। তবে মূল ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এরপরে রবিবার দিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে গোটা পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়। এই ঘটনায় সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিশানা করা না হলেও বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ভারত গোটা পরিস্থিতির উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। ভেনেজুয়েলার জনগণের মঙ্গল ও তাঁদের নিরাপত্তার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে ভারত। কেন্দ্রের বক্তব্য, আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়। কারাকাসের ভারতীয় দূতাবাস ভেনেজুয়েলায় থাকা সমস্ত ভারতীয়র সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। বিশ্বের একাধিক দেশ আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হলেও কূটনীতির অঙ্কে ভারত ভারসাম্য রক্ষার বিবৃতি দিয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। চিন, রাশিয়া, ইরানের মত কূটনৈতিকভাবে আমেরিকাকে চটাতে নারাজ নয়াদিল্লি। তাই ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও সরাসরি আমেরিকাকে দোষী সাব্যস্ত না করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। মনে করছেন বিদেশনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

মাদুরোর অনুপস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেজ

কারাকাস: মার্কিন সেনা দেশের প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক অপহরণ করে বন্দি করেছে। এই নজিরবিহীন ঘটনার অভিঘাতে ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন। মাদুরোর অনুপস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডেলসি রড্রিগেজ। আপাতত তিনিই দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব সামলাবেন বলে জানা গেছে। সে-দেশের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, বর্তমান প্রেসিডেন্টের 'বাধ্যতামূলক অনুপস্থিতি'র ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও সরকারি শাসনব্যবস্থা সচল রাখতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। একইসাথে প্রেসিডেন্ট

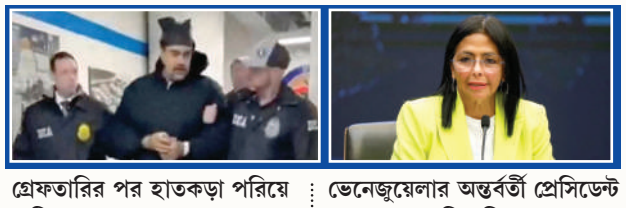

গ্রেফতারির পর হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মাদুরোকে। মার্কিন সেনাদের প্রেসিডেন্ট বলেন, হ্যাপি নিউ ইয়ার।

মাদুরোর গ্রেফতারির নিন্দা করেছে ভেনেজুয়েলা সরকার।

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ৫৬ বছর বয়সি ডেলসির জন্ম কারাকাসে। আইন নিয়ে পড়াশোনা করার পর গত এক দশক ধরে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত। ২০১৩-১৪ তে কমিউনিকেশন ও ইনফরমেশন মন্ত্রী ছিলেন।

ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রড্রিগেজ

তারপর ২০১৭ পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান। নিকোলাস মাদুরোর অনুপস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কুর্সিতে বসেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়েছেন ডেলসি। ভেনেজুয়েলা কারওর দাসত্ব করবে না জানিয়ে অবিলম্বে বর্তমান প্রেসিডেন্টের মুক্তির দাবি করেছেন তিনি।

মার্কিন আগ্রাসন এবং হামলায় ভেনেজুয়েলার প্রতি ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। শনিবারের বিমান হামলা আর মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করে আমেরিকা। মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করে নিউইয়র্কের ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। ট্রাম্পের বার্তা, যতক্ষণ না নিরাপদ, সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে কাউকে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতায় বসানোর সুযোগ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাই ভেনেজুয়েলা পরিচালনা করব। আপাতত আমরা অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসাতে চাই না। গত দীর্ঘ সময় ধরে এখানে যে পরিস্থিতি ছিল, এখনও সেই অবস্থাই রয়েছে। তাই আমরাই দেশ চালাব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩১ ডিসেম্বর লীলা রায় সভাঘরে সাংস্কৃতিক খবর পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় কবিতা উৎসব। পরিচালনা করেন সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী

খোলা হাওয়া

জাতীয় নাট্য উৎসব

» রবিবার গিরিশ মঞ্চে সূচনা হল ৮ম জাতীয় নাট্য উৎসবের। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক অতীন ঘোষ, নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ, নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস মজুমদার, বিভাগের অধিকর্তা কৌস্তুভ তরফদার, সচিব অনুপ গায়েন প্রমুখ। মঞ্চস্থ হয় ব্রাত্য বসু রচিত, অর্পিতা ঘোষ নির্দেশিত নাটক 'মাৎস্যন্যায়'। গিরিশ মঞ্চ এবং মধুসূদন মঞ্চে এই উৎসব চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

বিনোদিনী মঞ্চের উদ্বোধন

» ৩১ ডিসেম্বর, হালিশহর মালঞ্চে উদ্বোধন হল ২৫০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সম্পূর্ণ আধুনিক থিয়েটার হল 'বিনোদিনী মঞ্চ'। উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী মানসী সিনহা। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ও অভিনেতা পার্থ ভৌমিক। এছাড়াও ছিলেন নাট্যকার চন্দন সেন, অভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নাট্য নির্দেশক শিব মুখোপাধ্যায়, নাট্য ব্যক্তিত্ব বিমল চক্রবর্তী, নাট্য ব্যক্তিত্ব তীর্থঙ্কর চন্দ্র, নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে, বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, কাঁচরাপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান কমল অধিকারী প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন অয়ন্তিক ঘোষ ও দীপক মিত্র। দু'দিনে মঞ্চস্থ হয় ইউনিটি মালঞ্চর দুটি করে মোট চারটি নতুন নাটক। মূল কান্ডারি ইউনিটি মালঞ্চর কর্ণধার, নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা দেবাশিস সরকার এবং বাবলু চৌধুরি। তাঁরা জানালেন, এই হলে তিনটি সাজ ঘর, দুটি প্রদর্শশালা, সেমিনার হল, লাইবেরি, টিকিট ঘর, টি স্টল, ছোট বাগান, গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা, আধুনিক টয়লেট রয়েছে। মঞ্চের দুই পাশে রয়েছে বিস্তর জায়গা। এই সুসজ্জিত হলের দূরত্ব হালিশহর স্টেশন থেকে হাঁটা পথে মাত্র ৪ মিনিট। দীর্ঘ ৫ বছরের প্রচেষ্টায় আমরা স্বপ্ন পূরণ করতে পারলাম। আমাদের দল ৪৪ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নাট্যচর্চা করে চলেছে।

তমসা হলেও

» ২৭ ডিসেম্বর, যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমিতে মঞ্চস্থ হল সিঁথি অনুরণনের নাটক 'তমসা হলেও'। আজকের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন মা তাঁর ছেলেকে নিজের থেকে দূরে পাঠাতে বাধ্য হন। এই ঘটনার মূল কান্ডারি তাঁর স্বামী, যিনি অনুভব করেন তাঁদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে অদৃশ্য এক শক্তি, যা তাঁকে গভীর ভাবে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। এই অবসাদ থেকে বের করে আনে তাঁর পরিবার। পারিবারিক বন্ধনই সমাজকে অবসাদ নামক মহামারী থেকে রক্ষা করতে পারে। এটাই এই নাটকের অন্তর্নিহিত বার্তা। রচনা ও পরিচালনায় সোমনাথ দাস। অভিনয় করেছেন শুক্তি সরকার, কাঞ্চন চ্যাটার্জি, শুভব্রত ব্যানার্জি, অনসূয়া অধিকারী, সুজাতা দে, শুভম সাহা, মনোজিত দাস প্রমুখ। মদন গোপাল সাহার আলো, আশিস ঘোষের শব্দ প্রক্ষেপণ নজর কেড়েছে। নিবেদনে ছিলেন সিঁথি অনুরণনের কর্ণধার ডাঃ সংঘমিত্রা সাহা।

নারী চরিত্র বেজায় জটিল

» সদ্য মুক্তি পেয়েছে অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার ছবি 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল'-এর টিজার, ট্রেলার এবং গান। অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্স এবং অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় এই ছবির গানগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। দর্শকদের ভাল লেগেছে টিজার এবং ট্রেলারও। এই মজার পারিবারিক ছবিটিই হতে চলেছে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার বছরের প্রথম রিলিজ। পরিচালনায় সুমিত-সাহিল। ছবির গান 'কাঁটা ফুটেসে' এবং শিলাজিতের গাওয়া 'ডান্ডা ২.০' রিলিজের পরেই বেশ ভাইরাল।

বড়গাছিয়া বইমেলা

» হাওড়ার বড়গাছিয়া স্টেশন সংলগ্ন মাঠে ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল বড়গাছিয়া বইমেলা। এবার ১৫তম বছর। থিম ছিল 'মানুষই ধর্ম, মানবতাই সাহিত্য'। ছিল কয়েকটি বইয়ের স্টল এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের স্টল। কমিটির সম্পাদক শ্রীকুমারজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবারের বইমেলায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ ঘোষ, জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুণ্ডু, ডোমজুড় বইমেলার কর্ণধার বাপি ঠাকুর চক্রবর্তী প্রমুখ। আয়োজিত হয়েছে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হয়েছে স্মারক পত্রিকা। প্রদান করা হয়েছে সংবর্ধনা। শেষ দিন কবি সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন দিলীপ বসু, দেবাশিস ঘোষ, অজিত ভড়, চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র, বুদ্ধদেব মণ্ডল, দীনেশ সাউ, জুলি লাহিড়ী, উজ্জ্বল মাজি, বিপ্লব ঘোষ, সৌরভ ঘোষ, পলাশ পোড়েল, মলয় সরকার, পলাশ দাস প্রমুখ। পরিচালনা করেন সাতকর্ণী ঘোষ।

অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব

» ২৩-২৫ ডিসেম্বর, কেষ্টপুর সুকান্ত পার্কে নহলীর নিজস্ব অন্তরঙ্গ প্রাঙ্গণ বেলাভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নহলীর একাদশ অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়। উৎসবের এই ৩ দিনে আমন্ত্রিত পাঁচটি নাটকের দল সর্বমোট ছয়টি নাটক পরিবেশন করে। উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির সচিব হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়। প্রথম দিন 'মেঘমুলুকে' নাট্যগোষ্ঠী পর পর দু'টি ছোট নাটক পরিবেশন করে। প্রথমটি 'সাধু কালাচাঁদ', যেখানে দেখানো হয়েছে, আমাদের আশপাশে সময়ের জাঁতাকলের ইঁদুরদৌড়ের বাইরে গুটিকয় মানুষ থেকে যায়, যাঁদের শিক্ষা বিদ্যালয় বা পাঠ্য বইয়ের পাতায় নয়, তাঁদের শিক্ষা আকাশ, বাতাস, মাঠ, ঘাট, প্রকৃতির বাস্তবতা থেকে ও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। দ্বিতীয় প্রযোজনা ছিল একটি 'মূক' নাটক 'টুকরো গল্প'। এই নাটকে দেখানো হয়েছে, মোবাইল নামক যন্ত্রটি মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বিন্যাস ও বিনির্মাণে ছিলেন সুবীর মিস্ত্রি। প্রথম দিনের তৃতীয় নাটক ছিল 'বালিগঞ্জ অন্তর্মুখ'-এর 'ব্রহ্মশির'। রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন সৌমিত্র বসু। এখানে মহাভারতের প্রসঙ্গ টেনে দেখানো হয়, অর্জুন ও অশ্বত্থামা পরস্পরের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করার ফলে উত্তরার গর্ভের সন্তান নিহত হয় এবং কৃষ্ণ তাকে বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু আপনার আমার ঘরে যে সন্তান বেড়ে উঠছে, তাদের প্রতিনিয়ত আঘাত করছে এমনই হাজার হাজার ব্রহ্মশির অস্ত্র, তাই ছোট বয়সে তাদের চোখে উঠেছে চশমা, বইয়ের ভরে তাদের শিরদাঁড়া যাচ্ছে বেঁকে। উৎসবের দ্বিতীয় দিন, প্রথমে মঞ্চস্থ হয় কালিদাসের জীবনী নিয়ে

'বারেন্দ্রপাড়া কথকতা'র নাটক' কালিদাস। রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশ্বনাথ বসু। এরপর পূর্ব কলকাতা বিদূষক নাট্যমণ্ডলী' মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে নাটক 'শাস্তি'। নির্দেশনায় ছিলেন শুভজিৎ মাইতি। এই নাটক ভারতীয় সমাজে অবিচার, পিতৃতন্ত্র এবং নারীদের নীরব দুর্ভোগকে তুলে ধরে। উৎসবের শেষ দিন প্রথমেই 'সুর ও বাণী মিউজিক অ্যাকাডেমি' লোক সঙ্গীত পরিবেশন করে। পরিচালনায় ছিলেন সীমা কর। পরিচিত লোকগানের সুর এই নাট্যোৎসবের আসরকে আরও বৈচিত্রময় করে তোলে। উৎসবের শেষ প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে 'শ্যামবাজার অন্যদেশ দৃষ্টিহীন নাট্যসংস্থা'। যা ছিল এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। নাটকটি নির্দেশনায় ছিলেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। একদল দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' অবলম্বনে মঞ্চস্থ করে নাটক 'যখন অন্ধ প্রকৃতি চণ্ডালিকা'।

কল্পতরু উৎসব

» ১ জানুয়ারি, বছরের প্রথম দিন বাণীনিকেতন হলে রামরাজাতলা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে পালিত হয় কল্পতরু উৎসব। আয়োজিত হয় পূজা পাঠ। পরিবেশিত হয় ভক্তিমূলক গান। প্রদান করা হয় শীতবস্ত্র ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজনেরা। মঞ্চস্থ হয় ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক 'মা মাটি মানুষ'।

১৪
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

মাঠে ময়দানে

5 January, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবারের ডব্লুপিএলে ইউপি ওয়ারিয়র্জকে নেতৃত্ব দেবেন মেগ ল্যানিং

রুট-ব্রুক জুটিতে ধাক্কা সামলে লড়ছে ইংল্যান্ড

সিডনিতে প্রথম দিনের দুই নায়ক রুট ও ব্রুক।

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : অ্যাসেজের শেষ টেস্টে ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ে রাখলেন জো রুট এবং হ্যারি ব্রুক। রবিবার সিডনিতে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ইংল্যান্ডের রান ৩ উইকেটে ২১১ রান। দিনের শেষে রুট ৭২ রানে ও ব্রুক ৭৮ রান অপরাজিত রয়েছেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্য এদিন মাত্র ৪৫ ওভারে খেলা হয়েছে।

ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়নি ইংল্যান্ড। স্কোরবোর্ডে ৫১ রান তুলতে না তুলতেই দুই ওপেনার বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলি প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। ডাকেট ২৪ বলে ২৭ রান করে মিচেল স্টার্কের শিকার হন। ১৬ রান করে মাইকেল নেসেরের বলে আউট হন ক্রলি। চাপ আরও বাড়ে তিন নম্বরে নামা জ্যাকব বেথেল ১০ রান করে স্কট বোল্যান্ডের শিকার হলে।

৩ উইকেটে ৫৭ রান। ওই পরিস্থিতিতে পাল্টা লড়াই শুরু করেন রুট ও ব্রুক। ধ্রুপদী ব্যাটিং করেছেন রুট। অন্যদিকে ব্রুক সহজাত আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করেছেন। অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটের জুটি দু'জনে মিলে এখনও পর্যন্ত ১৫৪ রান যোগ করেছেন। রুটের ১০৩ বলের ইনিংসে রয়েছে ৮টি বাউন্ডারি। টেস্টে এটি রুটের ৬৭তম হাফ সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্রিকেট রুটের থেকে বেশি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন একমাত্র শচীন তেন্ডুলকর (৬৮টি)। আর মাত্র একটি হাফ সেঞ্চুরি করলেই শচীনের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলবেন রুট।

এদিকে, ব্রুকের ৯২ বলের ইনিংস সাজানো রয়েছে ৬টি চার ও ১টি ছয় দিয়ে। মূলত তাঁর সৌজন্যে প্রথম দিনে ওভারপিছু সাড়ে চার করে রান তুলেছে ইংল্যান্ড। দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর, মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে ব্রুকের বক্তব্য, শুরুর দিকে বল পিচে পড়ে বেশি লাফাচ্ছিল। পরের দিকে আবার বল কিছুটা নিচু হচ্ছিল। তবে মোটের উপরে ব্যাটিং পিচ। হাতে ৭ উইকেট অটুট রয়েছে। প্রথম দিনের শেষে আমরা বেশ ভাল জায়গায় রয়েছি।

বন্ডি বিচের সুপার হিরো সম্মানিত সিডনিতে

দর্শকদের অভিবাদন আহমেদের।

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : অ্যাসেজের মঞ্চে সম্মানিত হলেন আহমেদ আল আহমেদ। যিনি বন্ডি বিচ কাণ্ডের নায়ক। গত মাসে দুই বন্দুকবাজের এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল বন্ডি সমুদ্রসৈকত। প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৫ জন নিরীহ মানুষ। সেদিন ফল বিক্রেতা আহমেদ জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পিছন থেকে এক আততায়ীকে জাপটে ধরে তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন। আরেক বন্দুকবাজের গুলিতে জখম হলেও, আহমেদের কৃতিত্বেই সেদিন ধরা পড়েছিল আততায়ীরা। রবিবার সিডনি টেস্ট শুরু হওয়ার আগে আহমেদকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই শুরু হয় অ্যাসেজের শেষ টেস্ট ম্যাচ। আহমেদ যখন ক্রাচে ভর দিয়ে মাঠে উপস্থিত হন, তখন হাততালিতে ফেটে পড়ে গোটা এসসিজি। আহমেদের সঙ্গে এগিয়ে এসে করমর্দন করেন সিডনিতে শেষ টেস্ট খেলতে নামা উসমান খোয়াজা। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন আহমেদও। সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

ম্যান ইউয়ের ড্র, শীর্ষে আর্সেনালই

গোল করছেন আর্সেনালের রাইস।

লন্ডন, ৪ জানুয়ারি : দীর্ঘ ২২ বছরের খরা কাটিয়ে প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে আর্সেনাল। ২০২৫ সালের শেষ ম্যাচ জেতার পর, জয় দিয়েই নতুন বছর শুরু করল মিকেল আর্তেতার ফুটবলাররা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও আর্সেনাল ৩-২ গোলে হারিয়েছে বোর্নমাউথকে। এদিনের জয়ের পর, ২০ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার এক নম্বরেই রইল আর্সেনাল।

তবে রবিবার লিগের অন্য একটি ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ১-১ ড্র করেছে লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। অবনমনের আওতায় থাকা লিডসের বিরুদ্ধে শুরুতে হতাশাজনক ফুটবল খেলেছে ম্যান ইউ। বিরতির সময় ফল ছিল গোলশূন্য। তবে ৬২ মিনিটে ব্রেন্ডন অ্যারনসনের গোলে এগিয়ে যায় লিডস। সমতা ফেরাতে অবশ্য দেরি করেনি ম্যান ইউ। ৬৫ মিনিটে ১-১ করেন ম্যাথিউ কুনহা। নটিংহ্যাম ফরেস্টকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে অ্যাস্টন ভিলা। ২০ ম্যাচে ভিলার পয়েন্ট ৪২।

বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছিল আর্সেনাল। বোর্নমাউথের গোল করেন এভানিলসন। ছ'মিনিটের মধ্যেই ১-১ করে দেয় আর্সেনাল। গোলদাতা গ্যাব্রিয়েল মাগালহেস। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ১০ মিনিটের মধ্যেই ডেকলান রাইসের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ৭১ মিনিটে ফের গোল করেন রাইস। ফলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। যদিও লড়াই ছাড়েনি বোর্নমাউথ। ৭৬ মিনিটে ২-৩ করেন এলি জুনিয়র ক্রোপি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল। এদিকে, নটিংহ্যামের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছেন অ্যাস্টন ভিলার জন ম্যাকগিন। অন্য গোলটি করেন ওলি ম্যাটকিন্স। নটিংহ্যামের গোল মর্গ্যান গিবস হোয়াইটের।

ডার্বি জয় বার্সার

বার্সেলোনা, ৪ জানুয়ারি: লা লিগায় শীর্ষে থেকে বছর শেষ করা বার্সেলোনা নতুন বছরের প্রথম ম্যাচেও দুর্দান্ত জয় পেল। কাতালান ডার্বিতে এসপানিওলের বিরুদ্ধে শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে লিগে টানা নবম জয় পেল হান্সি ফ্লিকের দল। দু'টি গোলই করেন দুই সুপার সাব দানি ওলমো এবং রবার্ট লেয়নডস্কি। ২-০ জিতে মাঠ ছাড়ে বার্সা। ১৯ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষেই তারা। ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ।

এসপ্যানিওলের মাঠে শুরু থেকে থেকেই চাপে ছিল ফ্লিকের দল। প্রথমার্ধের প্রায় পুরোটাই রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত ছিল বার্সা। প্রতিপক্ষের মুহুর্মুহু আক্রমণ ঠেকিয়ে দলকে রক্ষা করেন বার্সেলোনার গোলকিপার জুয়ান গার্সিয়া। ম্যাচজুড়ে তাঁর দুরন্ত কিছু সেভেই গোল হজম করেনি বার্সা। যে কারণে ম্যাচের সেরাও হন গার্সিয়া।

প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর ম্যাচের শেষটাও সেভাবেই এগোচ্ছিল। কিন্তু ৮৬ মিনিটে ডেডলক ভাঙে বার্সা। ফ্লিকের তিন পরিবর্ত দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন। পরিবর্ত ফিরমিন লোপেজের পাস থেকে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন ওলমো। এরপর ম্যাচের ৯০ মিনিটে বল জালে জড়িয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন আর এক পরিবর্ত পোলিশ তারকা লেয়নডস্কি।

গিল বাদ, অবাক পন্টিং

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ দল থেকে শুভমন গিলের বাদ পড়া বিস্মিত করেছে রিকি পন্টিংকে। প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপ থেকেই গিলের ব্যাটে রানের খরা চলছে। টি-২০ ফরম্যাটে শেষ ১৫ ইনিংসে তাঁর ব্যাটিং গড় মাত্র ২৪.২৫। যদিও গিলের বাদ পড়া মেনে নিতে পারছেন না পন্টিং।

এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বলেছেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। শুভমন গিল টি-২০ বিশ্বকাপ দলে নেই! জানি, সাদা বলের ক্রিকেটে ওর সাম্প্রতিক ফর্ম খুব একটা ভাল নয়। কিন্তু আমি ওকে শেষবার খেলতে দেখেছি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে। ওখানে গিল যে ব্যাটিং করেছিল, তেমনটা খুব কম লোককেই করতে দেখেছি।

পন্টিং আরও বলেছেন, গিলের মতো ক্রিকেটার যদি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা না পায়, তাহলে বুঝতে হবে ভারতীয় দলে ঢোকার প্রতিযোগিতা কতটা তীব্র। এটা প্রমাণ করছে, এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। এদিকে, বিশ্বকাপ দলে সুযোগ না পেলেও, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে গিলই টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন। তবে চোট সারলেও, বিজয় হাজারে ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত মাঠে নামেননি গিল। শনিবার সিকিমের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের হয়ে তাঁর খেলার কথা থাকলেও, পেটের সমস্যায় মাঠে নামতে পারেননি। তবে মঙ্গলবার গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই ২২ গজে প্রত্যাবর্তন ঘটছে গিলের।

আর কী করতে হবে শামিকে, প্রশ্ন ইরফানের

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি: গত বছর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শেষবার ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলেছিলেন মহম্মদ শামি। এরপর মন দিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে, ভাল পারফরম্যান্স করেও জাতীয় দলে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন বাংলার পেসার। অজিত আগারকররা অভিজ্ঞ পেসারের পারফরম্যান্সকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। শামির বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তাঁর প্রশ্ন, আর কী করতে হবে শামিকে? তবে জাতীয় দলে তারকা পেসারের প্রত্যাবর্তনের আশা হারাচ্ছেন না প্রাক্তনী।

শামিকে ইরফানের পরামর্শ, ২০২৬ আইপিএলে নিজের সেরাটা দিয়ে আবার জাতীয় দলে ফেরার মতো আলোচনায় নিজেকে নিয়ে আসা। প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেছেন, শামি ঘরোয়া ক্রিকেটে ২০০ ওভারের বেশি বল করে ফেলেছে। এরপরও যদি ওর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বলতেই হবে শামি সেটা দেখিয়েছে। আর কী উন্নতি করতে হবে? শুধু নির্বাচক কমিটিই জানে, ওরা কী ভাবছে। আমি শামির জায়গায় থাকলে আইপিএলে ভাল খেলে চর্চায় উঠে আসতাম। আমার বিশ্বাস, শামিও সেটা করবে। ওর জন্য দরজা এখনও বন্ধ হয়নি।

ইরফান যোগ করেন, শামিকে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। ওর ভবিষ্যৎ কী? ও তো এমন কেউ নয় যে, গতকাল এসেছে এবং কয়েকটি ম্যাচ খেলে চলে গিয়েছে। ওর দখলে ৪৫০-৫০০ আন্তর্জাতিক উইকেট রয়েছে। এরপরেও কেউ বাদ পড়ে বা ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে! এটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয়। যতদিন খেলবে ততদিন নিজেকে প্রমাণ করে যেতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

5 January, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

শ্রেয়স আইয়ারের প্রথম একদিনের ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ৯৯ শতাংশ, খবর বোর্ড সূত্রের

অনিশ্চিত বাংলাদেশ ম্যাচ, ইডেন প্রস্তুতি জারি

প্রতিবেদন : টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তাদের ম্যাচ ভারতেই খেলবে নাকি অন্যত্র, সিদ্ধান্ত এখন আইসিসির কোর্টে। জানা গিয়েছে উইকএন্ড পড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের আবেদন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে দুই-একদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে আইসিসি সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে খবর।

বাংলাদেশের ভারতে কোনও ম্যাচ খেলতে না চাওয়ায় সবথেকে অস্বস্তিতে পড়তে পারে সিএবি। যেহেতু তাদের গ্রুপ লিগের তিনটি ম্যাচ রয়েছে ইডেনে। বিশ্বকাপের প্রথম দিনই ৭ ফেব্রুয়ারি ইডেনে বাংলাদশের খেলা রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। একদিন বাদে ইডেনে বাংলাদেশ বনাম ইতালি। তারপর ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড। এই আবহে প্রশ্ন উঠছে তাহলে ইডেনে এই তিন ম্যাচের প্রস্তুতি কি জলে যাবে?

সিএবি সচিব বাবলু কোলে অবশ্য এখনই মাথায় হাত দেওয়ার মতো কারণ দেখছেন না। তিনি বললেন, বিশ্বকাপের জন্য আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এক মাস আগে। কাজ স্বাভাবিক গতিতেই এগোচ্ছে। গ্রপ পর্বের ম্যাচে কি হবে জানি না, কিন্তু আমাদের আসল দুটি ম্যাচ নিশ্চিতভাবে থাকছে। সেটাও অনেক। প্রসঙ্গত, সুপার এইটে ভারতের ম্যাচ পড়ার কথা ইডেনে। তারপর একটি সেমিফাইনাল। পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠলে অন্য কথা, না হলে সেই ম্যাচও হবে কলকাতাতেই।

সিএবি সচিবের কাছে জানা গেল, একমাস পরে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হলেও ইডেনের উইকেট মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। গ্যালারি ও স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজকর্মও জোরকদমে এগোচ্ছে। বাংলাদেশ ইস্যুতে সিএবির অবস্থান খুব পরিষ্কার। কর্তাদের বক্তব্য হল, আমরা বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এখন সবটাই আইসিসি ও ভারতীয় বোর্ডের হাতে। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হিসাবে ব্যস্ত রয়েছেন। তবে সেখান থেকেই তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী সিএবি কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

৭ ফেব্রুয়ারি এখানেই বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ।

পুত্রহারা প্রশান্ত

প্রতিবেদন : জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার তথা কলকাতার তিন প্রধানের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে শোকের ছায়া। পুত্রহারা হলেন ১৯৮৪ সালের এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলা ফুটবলার। তাঁর ছোটছেলে প্রণজিৎ রবিবার মাত্র ৩১ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। বছর চারেক আগে মস্তিষ্কে টিউমার ধরা পড়েছিল প্রণজিতের। দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। মাঝে সুস্থ হয়ে অফিসেও যাওয়া শুরু করেছিলেন। গত বছর চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রণজিৎকে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন। বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসসরকারি হাসপাতালে রবিবার প্রয়াত হন তিনি। প্রসঙ্গত, এদিন ছিল প্রণজিতের জন্মদিন। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতা ময়দানে শোকের ছায়া।

কিয়ানের বিয়ে

প্রতিবেদন: নতুন ইনিংস শুরু করলেন মোহনবাগানের ফুটবলার কিয়ান নাসিরি। সবুজ-মেরুন জার্সিতে ডার্বির নায়ক রবিবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। দীর্ঘদিনের বান্ধবী মাহিরার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন জামশিদ নাসিরির পুত্র। এবার আইএসএলে সেরা ফুটবল খেলতে চান কিয়ান। বিয়ের জন্যই দেরিতে অনুশীলনে যোগ দেবেন তরুণ ফুটবলার।

নিয়ম না মেনেই লিগের প্রস্তাব পাশ

প্রতিবেদন: সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অযোগ্য নেতৃত্ব, অব্যবস্থা, ভুলে ভরা কাজকর্ম, আইন, নিয়মনীতি নিয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণকে হাতিয়ার করে নিজেদের আখের গোছানোর রাজনীতি করতে গিয়েই ভারতীয় ফুটবলকে কোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন কল্যাণ চৌবেরা। দীর্ঘ ছ'মাস সময় নষ্ট করে এখন ক্লাব জোটের প্রবল চাপের মুখে পড়ে নিজেরা শীর্ষ লিগ আয়োজন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সংবিধানের তোয়াক্কা না করে কার্যকরী কমিটির অনুমোদন ছাড়াই আইএসএল আয়োজনের প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে ফেডারেশনের ইমার্জিং কমিটি। ফলে রবিবার ক্লাবগুলির কাছে প্রস্তাবিত লিগ নিয়ে চিঠি পাঠানোর কথা থাকলেও তা হয়নি। সদস্যরা প্রশ্ন তোলায় সিদ্ধান্ত হয়, গঠনতন্ত্র মেনেই এগোনো হবে।

জরুরি ভিত্তিতে শনিবার ইমার্জিং কমিটির বৈঠক ডাকার কোনও প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। বরং সেদিন কার্যকরী কমিটির বৈঠক ডেকেই প্রস্তাবিত লিগে অনুমোদন দেওয়া যেত। ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণের সাফাই, ইমার্জিং কমিটির বৈঠকও গুরুত্বপূর্ণ। জাগোবাংলাকে তিনি বললেন, আমরা সোমবার সকাল ১০টায় ফাইনান্স কমিটির বৈঠক ডেকেছি। সেখানে লিগের বাজেট নিয়ে আলোচনা করব। খুব সম্ভবত মঙ্গলবার কার্যকরী কমিটির বৈঠক হবে। সেখানে তিন সদস্যের স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করিয়ে গঠনতন্ত্র মেনে আমরা ক্লাবগুলিকে চিঠি দেব। ইমার্জিং কমিটিতেও আলোচনা করা দরকার ছিল।

ক্লাবগুলিরও অপেক্ষা বাড়ল। ফেডারেশনের চিঠি পেলেই লিগের পছন্দের ফরম্যাট এবং পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের মতামত জানাতে পারবে তারা। আজ, সোমবার ছুটির পর আদালত খুলছে। এই মরশুমের জন্য স্বল্পমেয়াদি লিগ এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের পদক্ষেপের দিকে নজর সকলের।

ম্যাচের সেরা রিচমন্ড। রবিবার।

শীর্ষে সুন্দরবন

প্রতিবেদন: বেঙ্গল সুপার লিগে দাপুটে জয় সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র। রবিবার ক্যানিং স্টেডিয়ামে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিগ তালিকায় শীর্ষে উঠে এল মেহতাব হোসেনের প্রশিক্ষণাধীন সুন্দরবন। গোটা ম্যাচে প্রাধান্য নিয়ে খেলেই জিতল সুন্দরবন। খেলার প্রথমার্ধেই হয় দু'টি গোল। খেলার ৬ মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। গোল করেন রিচমন্ড কাওয়াসি। ৩৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন নবাব। বিরতির পর সুন্দরবন আক্রমণে ঝাঁজ বাড়িয়ে গোলের ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করলেও বীরভূমের রক্ষণ অটুট থাকে। ফলে ব্যবধান বাড়েনি। তবে বীরভূম পাল্টা আক্রমণে উঠেও ম্যাচে ফিরতে পারেনি। জিতে ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে বিএসএলে সবার আগে সুন্দরবন।

কোয়ার্টার ফাইনালে সেনেগাল ও মালি

জয়ের পর মালি ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস।

তানজিয়ার, কাসাব্লাঙ্কা, ৪ জানুয়ারি : আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের কোয়ার্টার্র ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে সেনেগাল ও মালি। শেষ ষোলো রাউন্ডের ম্যাচে সেনেগাল ৩-১ গোলে হারিয়েছে সুদানকে।

অন্যদিকে, তিউনিশিয়াকে টাইব্রেকারে (৩-২ ব্যবধানে) হারিয়ে শেষ আটের ছাড়পত্র পেয়েছে মালি। তানজিয়ারে আয়োজিত ম্যাচে ছ'মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল সেনেগাল। সুদানের গোলদাতা আমির আবদুল্লাহ। যদিও ২৯ মিনিটেই পাপে গুয়েরের গোলে ১-১ করে দেয় সেনেগাল। বিরতির ঠিক আগে ফের গোল করে সেনেগালকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন গুয়েরে। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি সুদান। উল্টে বিরতির পর আরও একটি গোল হজম করে বসে সুদানিরা। ৭৭ মিনিটে এই গোলটি করেন সেনেগালের ১৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ইব্রাহিম এমবায়ে।

এদিকে, কাসাব্ল্যাঙ্কায় আয়োজিত মালি বনাম তিউনিশিয়া ম্যাচ নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ের পরেও ১-১ গোলে অমিমাংসীত ছিল। ৮৮ মিনিটে ফাইরাস চৌয়াতের গোলে তিউনিশিয়া এগিয়ে গেলেও, ৯৬ মিনিটে নাটকীয়ভাবে পেনাল্টি থেকে ১-১ করে দেন মালির ল্যাসিন সিনায়োকো। পেনাল্টি শুটআউটে মালি তিনবার লক্ষ্যভেদ করলেও, তিউনিশিয়া মাত্র একটি গোল করতেই সক্ষম হয়।

জিতল বাংলা

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ ওয়ান ডে ট্রফিতে টানা দ্বিতীয় জয় পেল বাংলা। রবিবার মহারাষ্ট্রকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ৩১.১ ওভারে মাত্র ৮৭ রানেই গুটিয়ে যায় মহারাষ্ট্র। বাংলার অরিক্তা মান্না ১৩ রানে ৫ উইকেট দখল করে। এরপর ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ২ উইকেটে ৮৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা।

শ্রাচীর জয়

চেন্নাই : পুরুষদের হকি ইন্ডিয়া লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রাচী বেঙ্গল টাইগার্স ৩-১ গোলে হারিয়েছে সুরমা ক্লাবকে। ৩৩ মিনিটে শ্রাচীকে এগিয়ে দেন সুখজিৎ সিং। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অভিষেক। ৫৪ মিনিটে সুরমা ক্লাবের হয়ে প্রোভজোৎ সিং ব্যবধান ১-২ করলেও, ৬০ মিনিটে শ্রাচীর তৃতীয় গোলটি করেন গুরসেবক সিং।

ডায়মন্ডে সাহিল, নামছে ইস্টবেঙ্গল

সাহিলের নতুন চ্যালেঞ্জ।

প্রতিবেদন: আইএসএলের মতো আই লিগ নিয়েও অনিশ্চয়তা। বাকি দলগুলির মতো অনুশীলন আপাতত বন্ধ থাকলেও আই লিগের জন্য শেষ মুহূর্তে ভাল ভারতীয় ফুটবলার সই করাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। অনূর্ধ্ব ২৩ ভারতীয় দলে খেলা প্রতিশ্রুতিমান বাঙালি ফরোয়ার্ড সাহিল হরিজনকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে দলে নিল ডায়মন্ড হারবার। জানা গিয়েছে, ২০ বছরের সাহিলের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হয়েছে ক্লাবের।

কোচ কিবু ভিকুনার অধীনে দ্রুত আই লিগের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নেমে পড়বে ডায়মন্ড হারবার। এদিকে, আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ক্রিসমাস ও বর্ষবরণের ছুটি কাটিয়ে শনিবার থেকে অনুশীলনে নেমে পড়েছিল মোহনবাগান। ডিসেম্বরের শুরুতে সুপার কাপ ফাইনালে হারের পর দীর্ঘ বিরতি নিয়ে সোমবার প্রস্তুতি শুরু করছে ময়দানের আর এক প্রধান ইস্টবেঙ্গল। শনিবারই শহরে চলে এসেছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো। রবিবার রাতের মধ্যেই লাল-হলুদের অধিকাংশ ভারতীয় ফুটবলার শহরে পৌঁছে যান। তবে বিদেশিদের মধ্যে অনেকেই প্রথম কয়েকদিনের অনুশীলনে থাকবেন না। কয়েকজনের অনুশীলনে যোগ দিতে দিন দশেক সময় লাগতে পারে। মোহনবাগান অবশ্য চুটিয়ে অনুশীলন করছে। এদিন প্র্যাকটিসে মনবীর সিংদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন জামশেদপুর এফসি-র দুই ফুটবলার।

মাঠে ময়দানে
5 January, 2026 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের এক্স ফ্যাক্টর হার্দিক পান্ডিয়া, দাবি ডি'ভিলিয়ার্সের

আইসিসিকে বাংলাদেশ বোর্ডের চিঠি, সিদ্ধান্ত দু-একদিনেই

খেলব না ভারতে, ম্যাচ হোক শ্রীলঙ্কায়

যত কাণ্ড মুস্তাফিজুরকে নিয়েই। যিনি এখন ব্যস্ত বাংলাদেশ লিগে।

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি : আইপিএল ছেড়ে মুস্তাফিজুর বিতর্ক এবার টি-২০ বিশ্বকাপেও ঢুকে পড়ল। রবিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ১৭ সদস্যের বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে তারা ভারতে বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ খেলবে না। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত।

আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাতেও বিসিবি কর্তারা অনলাইন বৈঠকে বসেছিলেন। তখন ক্রিকেট কর্তাদের অনেকেই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের মনোভাব জানার পর কর্তারা সিদ্ধান্ত বদলান। পরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সমাজ মাধ্যমে জানিয়ে দেন, টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভারতে আসবে না। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের। তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরেও যখন ভারতে খেলতে পারে না, তখন ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়াও নিরাপদ মনে হচ্ছে না। বাংলাদেশ ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও জানিয়েছেন, তিনি বাংলাদেশ বোর্ডকে গোটা পরিস্থিতি ব্যখ্যা করে আইসিসিকে চিঠি লিখতে বলেছেন। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সব খেলা যাতে শ্রীলঙ্কায় হয় সেটাও বিসিবিকে দেখতে বলেছেন। বিসিবি এই চিঠি আইসিসির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে খবর।

শনিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দিয়েছে কেকেআর। এরপরই পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে মুস্তাফিজুর এই মুহূর্ত দারুণ ফর্মে রয়েছেন। কেকেআর থেকে বাদ পড়ার পর স্থানীয় মিডিয়াকে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, ওরা যদি বাদ দেয় তাহলে আমি কী করতে পারি। এখন প্রশ্ন হল, বিশ্বকাপের এক মাস আগে বাংলাদেশ ভেনু বদলের দাবি জানাতে পারে কি না। বিশেষ করে ক্রিকেটারদের থাকা-খাওয়া ও বিমানযাত্রা সহ সমস্ত লজিস্টিক ব্যাপার যখন সারা হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় বোর্ডও আইসিসির উপর পাল্টা চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে খবর। তাদের যুক্তি এই, এত কম সময়ে এতসব ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সূচি অনুযায়ী কলকাতায় তিনটি ও মুম্বইয়ে গ্রুপের একটি ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। সেখানেও সব ব্যবস্থা পাকা। ফলে শেষমুহূর্তে এমন দাবি মুশকিলে ফেলেছে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

বাংলাদেশের এক শীর্ষ ক্রিকেট কর্তা একটি ওয়েবসাইটকে জানিয়েছেন, মূলত তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে তাঁরা আইসিসিকে চিঠি লিখছেন। এক, তাঁরা আইসিসির কাছে মুস্তাফিজুরের ব্যাপারটি পরিষ্কার করে জানতে চাইবেন। দুই, জানতে চাওয়া হবে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের জন্য কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে। তাছাড়া, শুধু ক্রিকেটারদের ভারতে যাওয়ার ব্যাপার নয়, মিডিয়া, ফ্যান ও স্পনসরদেরও বিশ্বকাপ উপলক্ষে ভারতে যাওয়ার কথা। এইসব লোকজনের জন্য কী নিরাপত্তা ব্যাবস্থা রয়েছে তাও জানা জরুরি। কিন্তু ক্রিকেটমহল মনে করছে শেষমুহূর্তে বিসিবির এহেন সিদ্ধান্ত তাদের চরম বিপদে ফেলে দিতে পারে। ৭ জানুয়ারি বিশ্বকাপের প্রথম দিন খেলা রয়েছে বাংলাদেশের। এত কম সময়ে লজিস্টিক সমস্যা মেটানো কঠিন। শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরলে খেলা সম্প্রচারেও সমস্যা হতে পারে। সম্প্রচার ও স্পনসর চুক্তিতে ঘা পড়তে পারে। অনেকে মনে করছেন, বিসিবি মুস্তাফিজুর কাণ্ডের পাল্টা হিসাবে এমন পদক্ষেপ নিতে চাইলেও বাস্তবের কথা মাথায় রেখে এসব থেকে সরে আসবে। তবে বল এখন তাদের কোর্টে।

জীবনের ২২ গজে মিরাকল মার্টিনের, শুরু কথা বলাও

গোল্ড কোস্ট, ৪ জানুয়ারি: মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার ড্যামিয়েন মার্টিন মাঠের মতো জীবনের বাইশ গজেও অসম সাহসী লড়াই করছেন। চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে কোমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন মার্টিন। কথাও বলতে পারছেন। আইসিইউ থেকে দ্রুত সাধারণ বেডে চলে আসবেন বলেও জানা গিয়েছে। পরিবারের তরফে রবিবার মার্টিনের স্বাস্থ্যের খবর জানিয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা প্রাক্তন সতীর্থ অস্ট্রেলীয় তারকা অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। গিলক্রিস্ট বলেছেন, গত ৪৮ ঘণ্টায় অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে ড্যামিয়েনের। ও এখন কথা বলতে পারছে এবং চিকিৎসায় দারুণ সাড়া দিচ্ছে। কোমা থেকে বেরিয়ে আসার পর ড্যামিয়েনের স্বাস্থ্যের অসামান্য অগ্রগতি হয়েছে। ওর পরিবারের কাছে এটা 'অলৌকিক ঘটনা'-র মতো! গত ২৬ ডিসেম্বর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড কোস্টের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে তিনি কোমায় চলে যান। খবর সামনে আসার পর বিশ্বজুড়ে ড্যামিয়েনের জন্য প্রার্থনা শুরু হয়। এদিন প্রাক্তন তারকার স্ত্রী আমান্ডা একটি বিবৃতিতে গোল্ড কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, ড্যামিয়েন চিকিৎসায় ভালই সাড়া দিচ্ছে। আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকদের অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই সময়টায় হাসপাতালের সবাই কম কিছু করেননি।

মাইলস্টোন ছোঁয়ার পর জড়িয়ে গেলেন বিতর্কে

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : হঠাৎ দুনিয়ার নজরে সামনে তিনি। আর সেটা যে শুধু ক্রিকেটীয় কারণে, এমনও নয়। মাঠের বাইরের ঘটনাও ঘিরে ধরেছে মুস্তাফিজুর রহমানকে। তিনি শুধু এর মধ্যে ভাল পারফরম্যান্সের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে সিলেট টাইট্যান্সের বিরুদ্ধে তিন উইকেট ও ম্যাচে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার পর বাঁহাতি মিডিয়াম পেসার আগের দিনই সমাজ মাধ্যমে লিখেছিলেন, আরেকটা মাইলস্টোন। টি-২০ ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট। সেইসঙ্গে সিলেট টাইট্যান্সের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয়। সবার ভালবাসা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। মুস্তাফিজুর অবশ্য তাঁকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

আইপিএলে কেকেআর তাঁকে ৯.২ কোটিতে কিনেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কেন আইপিএলে বাংলাদেশের প্লেয়ারকে নেওয়া, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া শুধু উত্তাল হয়নি, তাতে রাজনৈতিক রংও লেগেছিল। কেকেআরের মালিক শাহরুখ খান হওয়ায় তাঁকে একহাত নেন নেটিজেন থেকে শুরু করে রাজনীতির অনেকেই। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠে যায় বলিউড বাদশার দেশপ্রেম নিয়ে।

আরেকটা মাইলস্টোন। টি-২০ ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট। সেইসঙ্গে সিলেট টাইট্যান্সের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয়। সবার ভালবাসা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

টি-২০ ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট

এই আবহে বিসিসিআই কেকেআরকে নির্দেশ দিয়েছে মুস্তাফিজুর ছেড়ে দিতে। তারা বিকল্প কাউকে নিতে পারে। তাদের দেশের ক্রিকেটারকে এহেন ঘটনায় বাংলাদেশ বোর্ডও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে বলে খবর। তারা টি-২০ বিশ্বকাপে তাদের ম্যাচ ভারতে নয়, নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার জন্য আইসিসিকে আর্জি জানাবে বলে শোনা যাচ্ছে। এর আগে ভারতও তাদের বাংলাদেশ সফর স্থগিত রাখছে বলে শোনা গিয়েছিল।

সবমিলিয়ে আইপিএলে মাঠে বলই পড়ল না, মাঠের বাইরে টানটান উত্তেজনার ম্যাচ শুরু হয় গিয়েছে। যার কেন্দ্রবিন্দুতে ভিনদেশি এক ক্রিকেটার।

লিটনের হাতেই দলের দায়িত্ব

ঢাকা, ৪ জানুয়ারি : **বিতর্কের আবহেই টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। দল নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি। নেতৃত্বে লিটন দাস। যাঁকে নিয়ে এই মুহূর্তে বিতর্ক চরমে, সেই মুস্তাফিজুর রহমানও রয়েছেন দলে। তবে জাকের আলি, নাজমুল হোসেনের মতো অভিজ্ঞদের দলে রাখা হয়নি। ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ৯ জন ক্রিকেটার রয়েছেন এবারের দলেও।**

এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ সি-তে রয়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপের বাকি দল যথাক্রমে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল এবং ইতালি। সূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশের তিনটে ম্যাচ রয়েছে ইডেন গার্ডেন্সে। ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ১৭ ফেব্রুয়ারি গ্রুপে শেষ ম্যাচ লিটনরা খেলবেন নেপালের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে।

এদিকে, ভারতের মাটিতে লিটনদের খেলা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ রবিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ভারতের মাটিতে ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ, কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা চিন্তিত। তাই আইসিসিকে ভেনু পরিবর্তনের জন্য আর্জি জানিয়েছে।